সুখের সন্ধানে

মোলা বাহাউদ্দিন

(সম্পুর্ন কাল্পনিক। যদি কোন চরিত্রের সাথে মিলে যায় তাহলে কাকতালীয়ই মনে করতে হবে)

কানাডার ভিসা হয়ে গেছে বাদলের। ইমিগ্রেশন ভিসা। সপরিবারে যাবার সব প্রস্তুতি শেষ। পাঁচ বছরের ছেলে অমি আর স্ত্রী নিলা। এই তিন জন। অজানা অচেনা দেশে গিয়ে উঠবে কোথায়? এই সিদ্বান্ত নিতেই কেটে গেল কয়েক দিন। কানাডায় এখন বাঙালির অভাব নেই। বাদলের পরিচিত অনেকেই আছে সেখানে। অনেক দিন থেকে। তার খালাতো শালিকা রেহানা আছে আট বছর যাবত। তার গ্রামের ছোটবেলার খেলার সাথী, বন্ধু আবুল আছে দশ বছর। আরো কয়েকজন বন্ধু আছে। আর আছে তার বন্ধুকন্যা নিতু। সেও আছে আজ বার বছর। নিলার সাথে পরামর্শ করল। নিলা বলল, আমার বোন থাকতে অন্যের বাসায় উঠব কেন?

তা আমিও ভাবছি। আপন খালাতো শালিকা থাকতে চিন্তা কি! কিন্তু তুমি তো বলেছ ওরা বড় বড় গল্প বলে। কোনদিন সে সব গল্পর চরিত্র যদি তুমি হয়ে যাও তাহলে কেমন হবে? পরবর্তিতে কোন কথা শুনলে সহ্য হবে তো! আমার সাথে ঘ্যানর ঘ্যানর করবে তা জানি! আমার মন চায়না সেখানে উঠার।

তাহলে কোথায় উঠবে? তোমার বন্ধু আবুলের বাসায়?

না, সেখানেও নয়। বন্ধুর কাছে ঋনী হতে পারি, কিন্তু তার স্ত্রীর কাছে নয়। সে যদি বেচেলর হত তাহলে কোন কথা ছিলনা।

তাহলে উঠবে কোথায়?

নিতুর বাসায়। সে আমার মেয়ের মত। ওখানে কোনদিন কোন খোটা শুনতে হবে না।

যদি শুনি?

সে আমার দায়ীত্ব।

যাবার দিন সকালে সবকিছু প্রস্তুত। সবকিছুতেই যেন একটা বিদায়ের সুর। ড্রাইভার আজ থেকে বিদায়, বাসার দাড়োয়ান, চাকর সবাইকে বকসিস দিয়ে বিদায় করল। অফিসের গাড়ি বুঝিয়ে দিল। বাদলদেরকে বিদায় দেবার জন্য অনেক আত্নীয়স্বজন তৈরি হয়েছে। তার মাঝে নিলার আত্নীয়ই বেশি। দুটা মাইক্রোবাস ভাড়া হয়েছে। নিজ দেশ ছেড়ে পরদেশে যাচ্ছে। নতুন দেশে নতুন জীবনের সন্ধানে। উন্নত জীবন যাপনের আশায়। বাংলাদেশের জীবন

উন্নতমানের নয়। এদেশের বড় চাকরি, বাড়ি গাড়ি দাড়োয়ান চাকর এসব পেয়েও জীবন উন্নত হয়নি। আর ও উন্নতমানের জীবন চাই।
বাদলের ইচ্ছে ছিলনা বিদেশ যাবার। সে তার চাকরি নিয়ে সুখেই ছিল। বাংলাদেশে একজন ইঞ্জিনিয়ার যেভাবে জীবন যাপন করে বাদল তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। চাকরি, চাকরির সুবিধা, বেতন এসব নিয়ে তার কোন অভিযোগই ছিলনা। বিয়ের পর তিন বছর পর্যন্ত নিলাকে নিয়ে সে খুব সুখেই ছিল। নিলার মাথায় ও বিদেশ যাবার কোন চিন্তা আসেনি। ঝামেলা হল নিলার বান্ধবীদের নিয়ে। নিলার অনেক বান্ধবী বিদেশে থাকে। দেশে বেড়াতে আসে। তাদের শানসৌকত দেখে আর উন্নতমানের চালচলন দেখে নিলা বদলে যায়। তাকে পেয়ে বসে বিদেশের চিন্তা। কিভাবে বিদেশে যাওয়া যায় তার বান্ধবীদেরকে জিজ্ঞেস করেছে অনেক কিছু। অনেক খবরাখবর নিয়ে নিলা বুঝতে পেরেছে বাদল ইচ্ছে করলে বিদেশ যেতে পারে। তারপর শুরু হল বাদলের উপর চাপ সৃষ্টি করা। প্রথমে শুরু করেছিল আদর দিয়ে। আস্তে আস্তে বাদলের মাথায় হাত বুলিয়ে বিদেশের চিন্তা একটু একটু করে প্রবেশ করাতে লাগল।
প্রথম দিন বলল, জান রত্নার বর দেড় লাখ টাকা বেতন পায় মাসে। ওরা কোয়েত আছে আজ চার বছর। বেতন ছাড়াও অনেক সুবিধা পায়। বাড়ী গাড়ী ফ্রি। এত টাকা বেতন! রিনা আছে আমেরিকায়। দেশে খুব একটা আসেনা। সেখানে বিরাট বাড়ি কিনে, ভাল চাকরি নিয়ে একবারে সেটেল্টড হয়ে গেছে। আর রেবার কি ছুরুত! দেখতে পেচার মত। সেও আছে দুবাই। কি তাদের চালচলন! কত টাকা পয়সা! সে পেচার মত চেহারা আর নেই। অনেক ফর্সা হয়েছে। কি দামী পোষাক! দেখলে চেনাই যায়না! আচ্ছা আমরা কি বিদেশ যাবার চিন্তা করতে পারিনা?
বাদল বলল, এখানে আমাদের কি অসুবিধা? তুমি যা চাও তাই তো পাচ্ছ। বিদেশ যাবার প্রয়োজনটা কি? এখানে খুব ভাল আছি। আমার দেশেই এখন সবকিছু পাওয়া যায়। বিদেশ যাবার প্রয়োজন পড়েনা। বিদেশ গিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। ওসব চিন্তা করে লাভ নেই।
নিলা ধনী বাবার একমাত্র সন্তান। তার বাবা একসময় ছোটখাটো ব্যবসা করত। রাজনৈতিক নেতার সাথে তার সখ্য হবার পরই রাতারাতি টাকার পাহাড় বনে গেলেন। নিলা যা চায় তাই পায়। যা না চায় তাও পায়। তার অভাবের অভাবটাই তাকে আরো বিদেশমুখি করে তুলল। রাতদিন বাদলের

পেছনে লেগেই রইল। এক সময় নিলা তার বাবাকে বলল। বাদল বিদেশ যাবে। সব খরচ দিতে হবে।
তার বাবা বললেন তথাস্তু। এখন তো কানাডায় অনেক মানুষ যাচ্ছে। দরখাস্ত করতে বল, আমি সব খরচ দেব। খবরটা ছড়িয়ে গেল। নিলা কানাডায় যাচ্ছে। সবার মুখে মুখে। দেখা হলেই প্রশ্ন করে কবে যাচ্ছ?
নিলা উত্তর দেয় খুব শীঘ্রই। এক সময় খবরটা বাদলের কানেও পৌছল। বাদল জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি কানাডায় যাচ্ছ?
নিলা মুখ ভার করে বলল, সবাই জেনে গেছে আমরা কানাডায় যাচ্ছি। এদেশে কয় টাকা বেতন পাও? বিদেশের জীবন কত উন্নত, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার কত সুযোগ! খাবার দাবার কত উন্নত মানের! আমি খবর নিয়ে জেনেছি তুমি দরখাস্ত করলেই ভিসা পেয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়াররা খুব সহজেই ভিসা পায়। তোমার খরচের কোন চিন্তা নেই। আমি যোগার করব। এসব কথা শুনতে শুনতে বাদলের কান জালাপালা হয়ে গেল। সংসারে যে একটা শান্তি ছিল তা উবে গেল। বাধ্য হয়ে বাদল দরখাস্ত করল। দেড় বছর পর ভিসা পেল। নিলা কথা রেখেছে। দরখাস্তের ফি থেকে টিকেট পর্যন্ত সব ব্যবস্থা নিলা করল। নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে যাবে বলে কানাডার দূতাবাসকে জানাল। ডলার বেশি দেখালে ভিসা পেতে আরো সহজ হয়।
ভিসা পেয়ে যাবার পর তাদের অংকটা বদলে গেল। এত ডলার সাথে না নিলেও চলবে। এত টাকা নিয়ে কি হবে! দেশের টাকা বিদেশ নেবে কেন? বরং বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠায় সবাই। তাই তারা অংক করে দেখল। যাবার পর কতদিন বেকার থাকতে হবে, মাসে কত টাকা লাগবে। বাংলা টাকা দিয়ে ডলারকে গুন দিলে অনেক টাকা। হিসাব করে দেখল মাসে দেড় হাজার ডলার হলেই চলবে। আর তিন চার মাসের মাঝে তো কাজ একটা KvR হয়েই যাবে। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরির অভাব নেই। অসুবিধায় পড়লে সরকারি সাহায্য ও নাকি পাওয়া যায়। এসব অংক করে তারা ঠিক করল দশ হাজার ডলার নিলেই যথেষ্ট।

-`yB-

টরন্টোতে নিতুর ঘরে যেন একটা উৎসব চলছে। আজ বাদল কাকা আসবে। কাকার পছন্দের সব রকম খাবার রান্না হয়েছে। এখানে সব পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যা পাওয়া যায়না তাও পাওয়া যায় এখানে। নিতুর পরিচিত প্রায়

সবাই জেনে গেছে নিতুর কাকা আসছে। নিতুর বর পলাশ এতসব আয়োজন দেখে অবাক হয়ে গেছে। চাচার জন্যই এত আয়োজন! তাও আবার বাবার বন্ধু! যদি বাবা আসে তাহলে কি রকম আয়োজন হবে! পলাশ হাসে নিতুর ব্যস্ততা দেখে। পলাশকেও যথেষ্ট খাটিয়ে নিয়েছে নিতু। এটা কর, ওটা কর! ছবিটা এভাবে রাখ, টেবিলটা এদিকে রাখ, চেয়ারগুলো ঠিক কর। কাকার বসার একটা স্টাইল আছে, খাবারের রুচি আছে। যা তা খান না। খাবার দেখলেই বলে দিতে পারেন রান্না কেমন হয়েছে। বাজারের সেরা জিনিসটাই উনি খান। যে কয়দিন থাকে সেভাবেই আমাদের বাজার করতে হবে। সব কাজ শেষ করে ঠিক সময়ে তারা এসে পৌছল এয়ারপোর্টে। কাকাকে বরণ করবে। তখনো বিমান এসে অবতরন করেনি। নিতুর চোখ নিবদ্ধ রইল এয়ারপোর্টের টিভির সময়সূচির দিকে। কোন্ ফ্লাইট নামল কোনটা উঠল। এক সময় খুব খুশি মুখে পলাশকে বলল, এইতো কাকার ফ্লাইট অবতরন করল! কতক্ষন লাগবে বের হতে?

কি জানি! কানাডার কাষ্টমস আমার সাথে এমন কোন পরামর্শ করেনি এখনো। এক ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। তুমি এমন গোমরা হয়ে আছ কেন? কাকা আসছে মনে হয় তুমি খুশি না!

তোমার অবস্থা দেখছি। কাকা আসছে এতেই এমন সাজ সাজ রব, আর বাবা আসলে কি করবে তাই ভাবছি!

বাবা আসলে এমন কিছুই করব না। কাকা যে কাজ পারে বাবা তা পারে না। কাকার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে যা বাবার কাছ থেকে পাওয়া যাবেনা। তাই কাকার জন্য আমি বেশি খুশি। কাকাকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে। আমার কোমড় শক্ত থাকবে!

কাকাকে দিয়ে কি কাজ করাবে?

এক নম্বর তোমাকে পিটাতে বলব। মানুষ পিটানো নিয়ে কাকার অনেক কাহিনী আছে। যেখানেই অন্যায় দেখে সেখানেই আগে মার দেয়। তারপর বিচার। সে যেই হোক। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়না। তোমার তাস খেলা বন্ধ করতে হলে কাকার দরকার। একদিনেই তোমাকে সোজা করে দিবে! যেটা বাবা পারবেন না।

আর কি কাজ?

এখন থেকে কানাডাতে আমার একটা ঠিকানা হবে। খুব শক্ত ঠিকানা। কেউ উল্টাপাল্টা কিছু করলে যাবার ঠিকানা হল। আমাদের কাছাকাছি কাকার জন্য বাসা দেখতে হবে। যখন তখন যেন যাওয়া যায়!

তার মানে তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়।
খারাপটা কি দেখলে? কেউ খারাপ হলেই খারাপ হবে। ঐযে কাকাকে দেখা যাচ্ছে! যাক এসে গেছে!
বাদল বেরিয়ে আসতেই নিতু সালাম করে কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। নিলাকে সালাম করে বলল, যাক এখন থেকে আমার একজন অভিভাবক হল। আমার আর কোন চিন্তা নেই!
নিলা নিতুকে জড়িয়ে ধরে এসে গাড়ীতে বসল। তারপর অনেক ব্যক্তিগত কথা এবং খবর আদান প্রদান হল। এক সময় গাড়ি থামল নিতুর বাসার সামনে।
নিতুর বাসা তিরিশ তলা অট্টালিকার mvZvk তলায়। সাত বছরের ছেলে জয়কে নিয়ে দু বেডরুমের বাসায় থাকে।
ঘরে প্রবেশ করে নিতু নিলাকে ঘর দেখাল। জয়ের রুমেই তাদের থাকার ব্যবস্থ হয়েছে বলল। লিভিং রুমে এসে ডাইনিং টেবিলের দিকে নিলার নজর গেল। তাকিয়ে দেখল এতবড় টেবিলটা একটা প্লেট রাখার জায়গা নেই। ছোটবড় মিলিয়ে শুধু বাটি আর বাটি দিয়ে ভর্তি। কৌতুহল বশত বাটির ঢাকনা খুলে সে থ হয়ে গেল। এত রকমের খাবার! কে খাবে এতসব খাবার। নিলাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের আরো মেহমান আসবে?
না, আর কোন মেহমান নেই। সব কাকার পছন্দের খাবার রান্না করেছি।
তাই বলে এত কিছু? একদিনেই সব শেষ করে ফেলতে চাও?
এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। শেষ হবে না। কাকার পছন্দের আরো অনেক খাবার বাকি আছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।
তাই বলে এতসব খাবার! এ সময় পলাশের পেছনে বাদল প্রবেশ করতেই নিলা বলল, দেখ নিতুর কান্ড! টরন্টো শহরের সব খাবার জোগার করে ফেলেছে তার কাকার জন্য। মনে হয় তার কাকা বহুদিন কিছু খায়না।
বাদল বলল, কই দেখি কি করেছে? বলে টেবিলে গেল। ইলিশ, পাবদা, কেচকী, বেগুন ভর্তা, গরুর মাংস, মুরগী, ডাল। সব দেখে বলল, কিরে নিতু, আজই কি বিদায় করতে চাস?
নিতু বলল, কেন কাকা, বিদায় করব ভাবছেন কেন?
একদিনেই সব শেষ করলে কাল কি খাওয়াবে?
কালকের জন্য অন্য ম্যানু আছে।
সেটা আবার কি?
বাতাসি, বড় বড় ফলি, বাইলা, বড় টেংরা সব আছে ফ্রিজে। আপনার পছন্দের সব মাছ আছে। অনেক দিন খাওয়ানো যাবে।

তাহলে দেরি করে লাভ নেই। পলাশ আস তো শুরু করে দিই।
নিলা বলল, তোমার পেটে এখন জায়গা আছে? কতক্ষন আগে না খেলে।
এতসব দেখে ক্ষিধা লেগে গেছে। আq তো নিতু, cjvk বসে যাও, বলে বাদল বসে পড়ল।
খাওয়াদাওয়ার পর নিতু বলল, এবার আপনাদের ঘুম। দুদিনের ঘুম জমা আছে। সোজা বিছানায় চলে যান। ঘুম শেষ হলে কথা হবে।

-wZb-

পরের দিন রাতে খাওয়ার পর ওরা বসে গল্প করছে। বাদল বলল, এখন আমাদের জন্য তো একটা বাসা দেখতে হয়।
নিতু বলল, অত তাড়াতাড়ি কেন? বাসা পাওয়া তো সোজা কথা নয়।
কেন বাসা পেতে কঠিন কি?
পলাশ বলল, বাসা নিতে হলে অনেক কিছু লাগে। আপনি কোথায় কাজ করেন, ইনকাম কত, কয়জন থাকবেন, কয় বেডরুম চাই। এখানে সবকিছু নিয়মের মাঝে চলে। আপনারা তিনজন। নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে দুবেডরুমের বাসা নিতে হবে। আমরা যেমন ছোট বাচ্চার জন্য আলাদা কোন রুমের চিন্তা করিনা, এখানে তা নয়। বাচ্চার জন্য আলাদা রুম চাই। না হয় আপনাকে বাসা দিবেনা।
এই পিচ্চির জন্য আলাদা রুম! ও তো আলাদা থাকতে পারবেনা! রুম দিয়ে কি হবে?
ওটা তাদের দেখার ব্যাপার নয়। বাচ্চাকে আলাদা রাখারই নিয়ম।
আর কাজ না থাকলে কি দেখাব?
তাহলে কেউ গ্যারান্টর হতে হবে। জানাশোনা হলে অনেক সময় এসব নিয়ম মানতে হয় না। আর আমাদের বাংগালিরা এসব নিয়মগুলো জেনে গেছে। তাই বাসা নেবার সময় সঠিক তথ্য দেয় না। তিনজন থাকবে বলে অনেক সময় চার পাচজন থাকে। বিল্ডিংএর সুপার অবশ্য সব সময় এসে চেক করে না যদি না কোন ঝামেলা হয়। আমি আমাদের সুপারকে বলে রেখেছি। আমাকে খুব ভাল জানে। এ মাসের শেষে evi Zjvi একজন বাংগালি চলে যাবে অন্যখানে। এক বেডরুমের বাসা। ভাড়া নয়শ ডলার। তাকেও বলে রেখেছি বাসাটা আপনার লাগবে। এক তারিখের আগে বাসা খালি হবে না।

নিতু বলল, হ্যা আপনাকে এখানেই বাসা নিতে হবে। তাহলে আমার সুবিধা হবে বলে আড়চোখে পলাশের দিকে তাকিয়ে মুচকী হাসল।

নিলার চোখ এড়ায়নি। জিজ্ঞেস করল, কি নিতু তুমি হাসছ কেন?

খুশিতে হাসলাম। আপনারা এ বিল্ডিংএই থাকবেন, আমার কত মজা! যখন তখন যাওয়া যাবে। এখানে আমার আপন কেউ নেই। পরিচিত সবারই আত্নীয়স্বজন আছে। শুধু আমার নেই। এখন পরিচিত সবাই জানে আমার কাকা এসেছে। কাজেই দূরে বাসা নিতে দিব কেন? আমার মনে হয় দুবেডরুমের বাসা নেয়াই ভাল। কারন আমি তো মাঝে মাঝে গিয়ে কয়েকদিন বেড়াব।

আমরাও তোমাদের কাছে থাকতে চাই। অনেক কিছু জানতে হবে। আমিও দূরে গিয়ে একা হয়ে যাব। এখানেই বাসা দাও।

বাদল জিজ্ঞেস করল, চাকরির কি হবে? ইঞ্জিনিয়ারের এখানে খুব ডিমান্ড শুনেছি। চাকরি পেতে হলে কি করতে হবে?

সব এরিয়াতেই জব সেন্টার আছে। সেখানে চাকরির সব খবর পাওয়া যায়। কম্পিউটার আছে, প্রিন্টার আছে। ফ্রি ব্যবহার করা যায়। নোটিশ বোর্ড আছে কোথায় কি চাকরি খালি আছে জানা যায়। তবে আপনার প্রফেশনে চাকরি পাওয়া সোজা নয়। এখানে ইঞ্জিনিয়ারের ডিমান্ড আছে ঠিক তবে সকলের জন্য নয়। বাংলাদেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এদেশে এসে চাকরি পায়না। এসব পেশায় চাকরি পেতে হলে এদেশে লেখাপড়া করতে হবে। আমাদের দেশের যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন, যত অভিজ্ঞতাই থাকুক এখানে এসবের কোন মূল্য দেয়না। কানাডার লেখাপড়া এবং কানাডার অভিজ্ঞতা থাকলেই চাকরি আশা করতে পারেন। তাও আবার নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। এখানে যতই বলুক সকলের সমান অধিকার, কার্যত তা হয়না। একটা চাকরির জন্য যদি কানাডিয়ান প্রার্থি থাকে তাহলে অন্য দেশের প্রার্থি চাকরি পাবেনা। এর কতগুলো কারন আছে। আমাদের এশিয়ানদের ইংরেজি উচ্চারন, কথা বলার ডং এদেশের সাথে মিলেনা। তারপর আছে গায়ের রং। সাদা রং থাকতে আমাদের মত গ্রে রংএর মানুষ চাকরি পায়না। কাজেই আপনার পেশায় চাকরি পাওয়া সোজা নয়।

তাহলে চাকরির কি হবে?

নিজের পেশায় থাকতে চাইলে আপনাকে এখানে লেখাপড়া করতে হবে। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে।

এ বয়সে কি লেখাপড়ার ইচ্ছা আছে না ধৈর্য্য আছে?

লেখাপড়া না করলে আপনাকে অড জব করতে হবে। লেখাপড়া করেও আপনি যে আপনার পেশায় চাকরি পাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। আমার জানামতে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার নিজেদের পেশায় না গিয়ে কম্পিউটার লাইনে চার বছর পড়াশোনা করে পাশ করেও চাকরি পায়নি। এখন তারা অন্য কাজ করে। অড জব করে।
অড জবটা কি?
এই যেমন কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করা, কোন ষ্টোরে কাজ করা। সবচেয়ে সোজা কাজ হল সিকিউরিটি জব। সহজ কাজ সহজভাবে মিলে।
বল কি! এসব কাজ করতে হবে! কিন্তু আমার ধারনা তো ছিল অন্য রকম!
কে আপনাকে কি ধারনা দিয়েছে জানি না। আমার সাথে যোগাযোগ করলে এসব আপনাকে জানাতাম। এসে যখন পড়েছেন এখন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।
তাই বলে এসব অড জব করতে হবে?
তাছাড়াতো উপায় নেই। লেখাপড়া করতে চাইলেও আপনাকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে ষ্টুডেন্ট লোন পেতে। ষ্টুডেন্ট লোন পেতে হলে এক বছর এখানে বসবাস করতে হবে। তার আগে লেখাপড়া করতে চাইলে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে করতে হবে।
মহা মুশকিল দেখছি! দেখি কি করা যায়!
অমিকে স্কুলে ভর্তির কি হবে। এটার নিয়ম কি?
ভর্তি করা সোজা। যার যার এলাকায় স্কুল আছে। বয়স অনুপাতে শ্রেনী ঠিক করা হয়। ভর্তির পর যারা ইংরেজি জানে না তাদের জন্য আলাদা ইংরিজি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আপনি কালই নিয়ে যেতে পারেন। জয়ের সাথে আসা যাওয়া করবে। টুয়েলভ গ্রেড পর্যন্ত ফ্রি। লেখাপড়ার মান সব এক। আপনাদের কাজ শুধু হোম ওয়ার্ক করে কিনা তা দেখা। বাকী সব স্কুলেই দেখবে।

-Pvi-

বাদলের পরিচিত কয়েজনের ফোন নাম্বার সংগ্রহ করেছিল দেশে থাকতেই। এখন সবাইকে তার পৌছার খবরটা দিল।
বাদলদের পরিচিত হল বাদলের শ্যালিকা রেহানা, গ্রামের ছোটবেলার বন্ধু আবুল, কলেজের বন্ধু অজয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির।

রেহানা যখন শুনল নিতুর বাসায় উঠেছে তখন খুব কতক্ষন চিৎকার করল। আমার বাসায় না উঠে অন্য বাসায় উঠলেন কেন? আপনার সাথে কোন কথা নেই। আপাকে দিন কথা বলব। পরের দিন রেহানা এসে নিয়ে গেল তার বাসায়। বাদলের স্বভাব যেখানেই যায় অনেক কিছুই লক্ষ করে দেখে। রেহানার বাসায় গিয়ে বাদল বুঝতে পারল রেহানার স্বামী কফিল সাহেব সবকিছুর ব্যবস্থা করে। সব কিছু তার আয়ত্বে। কফিলকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য রেহানা সর্বদা তটস্থ থাকে। এর কারন আছে। বাদল জানে

খবর পেয়ে আবুল এসে দেখা করল এবং দাওয়াত করে গেল। শনিবার সকালে যেতে হবে। সারাদিন দুজনে অনেক জমানো কথা আদান প্রদান করব। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাদল পৌছল আবুলের বাসায়। আবুল থাকে পঁচিশ তলা অট্টালিকার চৌদ্দ তলায়। বাসায় গিয়ে অনেক কিছুই দেখল, জানল। ছোটবেলায় খেলার মাঠ থেকে তারা আলাদা হয়েছিল। বাদল যখন স্কুল পাশ করে শহরে চলে আসে আবুল তখনো স্কুলে। তারপর দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেছে আর দেখা হয়নি। দেখা হল এই টরন্টো শহরে। এই বিশ বছর কে কোথায় কিভাবে লেখাপড়া করেছে, কোন্ পরিবেশে ছিল এসব শুনল। পুরো একটা দিন চলে গেল আবুলের কাহিনী শুনে। সব শুনে আবুলকে আবার নতুন করে জানল বাদল। সেই আবুল আর নেই। অনেক চালাক চতুর হয়েছে। অনেক হিসেবি।

ছোট বেলায় আবুল দেখতে খুব সুন্দর ছিল। আজকে আবুলের যে চেহারা হয়েছে তার সাথে কোন মিল নেই। পরিবারের ছোট সন্তান বলে তার আদর ছিল অনেক। তার শরীরের গঠন এবং রং সুন্দর ছিল বলে গ্রামের সিনিওর ছেলেরা তাকে খুব আদর করত। অনেক ঘটনা। তা নিয়ে অনেক কাহিনীও প্রচলিত আছে। সেই আবুল বিএ পাশ করে চাকরি করত একটা সরকারি অফিসে।

Aveyj ejj তিন হাজার টাকা বেতনের চাকরিটা পেতে ঘুষ দিতে হয়েছিল বিশ হাজার টাকা। অফিসের এক সহকর্মির বাসায় পরিচয় হয়েছিল জমিলার সাথে। জমিলা চাকরি করত একটা নামকরা হোটেলে। বেতন এবং আরো অনেক অনেক কিছু মিলে মাসে হাতে আসত প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। সেই পরিচয় থেকে হাল্কা প্রেম। আবুল খুব হিসেবি। অংক করে দেখল তার নিজের বেতন তিন হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে করার কোন চিন্তা করা যায়না। জমিলাকে বিয়ে করতে পারলে তার নিজের তিন হাজার আর জমিলার তিরিশ হাজার মিলে

একটা সুন্দর সংসার করা যায়। তাই সে পিছু নিল জমিলার। যেভাবেই হোক জমিলাকে চাই।

খবর নিয়ে আরো জানল শহরের ব্যস্থ এলাকায় জমিলার নামে পাঁচ কাঠা জমি আছে। আর যায় কোথায়! আবুলের অংক একবারে মিলে গেল। যৌতুক দাবী করার প্রয়োজন নেই। জমিলার যা আছে, বেতন যা পায় এ সব মিলেই যৌতুকটা এসে যাবে। একদিন সোজা প্রস্তাব করল জমিলাকে।

জমিলা খুবই চালাক, কথায় খুব পাকা। অনেক দিন অনেক কথা বলার পর, আবুলকে অনেক পরিক্ষা নিরিক্ষার পর জমিলা বলল, রাজি আছি। তবে একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত?

আমার রোজগারের টাকার হিসাব চাইতে পারবে না কোন দিন।

আবুল মনে মনে হিসাব করল, সে তো আর টাকা নিয়ে কোথায়ো চলে যাবেনা। ঘরেই খরচ করবে। তাতে অসুবিধে কি আছে? সে বলল, আমি তাতে রাজি।

আর একটা কথা, আমি তোমার কোন আত্নীয়স্বজনের সাথে দুচার দিনের বেশি থাকতে পারবনা।

ঠিক আছে। আমি রাজি।

দুদিকের আত্নীয়স্বজন নিয়েই একদিন বিয়ে হয়ে গেল। বছর দুয়েক পর খিটিমিটি বাধল। হিসাব নিয়ে। এত টাকা খরচ হয় অথচ আব‡ji আয় খুব বেশি নয়। জমিলা একটা অংক করেছিল। খরচের পর প্রতি মাসে কত টাকা থাকবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল তা হচ্ছে না। তখনই মাথায় বুদ্বি আসল বিদেশ যাবার। খবর নিয়ে জানল জমিলা কানাডার ভিসা পেতে পারে। একজন উকিলের সাথে পরামর্শ করল। উকিল বলল, আবুল কোন ক্যাটাগরিতে পড়েনা। জমিলা হোটেল মেনেজমেন্টে দরখাস্ত করতে পারে এবং ভিসা হয়ে যাবে। দরখাস্ত করল। একদিন ভিসা হয়ে গেল। তিনটা ছেলেমেয়ে সহ তারা পাঁচজন। টিকেট সহ অনেক খরচ। আবুলের হাতে কোন টাকা নেই। কোন ব্যবস্থাও করতে পারেনি। সব খরচ জমিলার। জমিলার ভিসা, সব খরচ ও তার। আবুল বেয়ারিং।

হোটেলে কাজ করে জমিলার অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। কথা বলায় পাকা। ইংরেজিও বেশ বলতে পারে। GLv‡b Avmvi gvmLv‡bK ciB জমিলা GKUv †óv‡i KvR ïi“ K‡i । Zvici GKUv †nv‡U‡j KvR †c‡q †M‡Q| GLbI †m †nv‡U‡jB KvR K‡i| Z‡e †eZb Kg cvq Kvib †m KvMRc‡Î

†`Lv‡Z Pvqbv †h †m KvR K‡i| miKvi hv‡Z Rvb‡Z bv cv‡i †m e¨e¯'v Ki‡Z wM‡qB †eZb Kg cvq| Aveyj ejj, GLb Avgiv fvj AvwQ| `yR‡bB KvR Kwi| †eZbI cvB Avevi miKvwi I‡qj‡dqviI cvB|
বাদল জিজ্ঞেস করল, এখানে আসার কতদিন পর তোমরা I‡qj‡dqvi পেয়েছ?
তিন মাস পর। কিছুদিন পর তুমিও দরখাস্ত করে দাও। তার আগে জানতে হবে তোমরা কত ডলার দেখিয়েছিলে?
পঞ্চাশ হাজার।
হয়েছে! তাহলে তো GK বছরের আগে তুমি ভাতা পাবে না। এখন দরখাস্ত করলেই দেখবে তোমরা কত ডলার সাথে এনেছ। তোমাদের উকিল বলে নাই কিছু?
না, আমার তো উকিল ছিলনা। আমি নিজেই দরখাস্ত করেছিলাম।
এজন্যই তুমি অনেক কিছু জাননা। এখন তোমার অনেক কিছু জানতে হবে। এই দেখনা আমার তিন বাচ্চা আর আমরা মিলে মাসে hv পাই Zv Avgv‡`i LiP jv‡Mbv। আর আমরা দুজনে কাজ ক‡i hv cvB Zv meB আমাদের সেভিংস। টাকা ব্যাংকে রাখা যাবে না। তাহলে খবর হয়ে যাবে। সব I‡qj‡dqvi বন্ধ হয়ে যাবে।
তাহলে টাকা কোথায় রাখ?
ঘরেই রাখতে হয়। এখন আমাদের হাতে প্রায় Pwjk nvRvi ডলার জমা হয়েছে। আগামী বছর আমরা বাড়ী কিনব। যখন বাড়ী কিনব তখন আর ভাতা নিব না। আর দরকার ও হবেনা। আমার কাজটা স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে।
তুমি কি কাজ কর?
আর বলোনা! বোমা মারলেও তো আমার পেট থেকে একটা ইংরিজি বের হয়না। আমাকে কেউ কোন কাজ দেয়নি। এখন একটা কাজ করি যেখানে কথা খুব একটা বলতে হয়না। বলতে হলে বাংলায় বললেই চলে।
এটা আবার কেমন কাজ, কার সাথে?
এক বাংগালির সাথে। একটা nvB †iBR wewìsGi mycvifvBRi evOvwj| wewìs g¨v‡bRv‡ii mv‡_ Rwgjvi cwiPq| Zvi gvid‡ZB GB KvRUv †c‡qwQ| †h‡nZz mycvifvBRi evOvwj ZvB Bs‡iwR ej‡Z nqbv| Avi KvRI Ggb wKQy bv †h K_v ej‡Z n‡e| ïay wewìs cwi®‹vi Kiv| Zvi gv‡b Avgv‡`i †`‡k hv‡K e‡j myBcvi| GKw`b †`wL‡q w`‡jB P‡j| Avi ej‡Z nqbv| তাছাড়া আমি করবই বা কি? লেবারের কাজ ছাড়া আমি তো কোন কাজ পাবনা।

Rwgjv †Zv fvj KvRB K‡i ZvBbv?
সে দেশেও হোটেলে কাজ করত এখানেও হোটেলে কাজ করে। রাতের wkd‡U বেশি পয়সা। তাই রাতেই করে।
এত বছর আছ, তোমার গাড়ি নেই কেন?
গাড়ি তো একটা কেন কয়েকটা কিনতে পারি, কিন্তু চালাবে কে?
কেন, তুমি।
আমি? অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনা। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা বাদ দিয়েছি। আমার দ্বারা হবেনা। গাড়ির দরকার নেই। গাড়ি না হলেও চলে।
দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর নিলা আর জমিলা মজে রইল তাদের গল্পে, আবুল আর বাদল চলে গেল ঘরের সামনে পার্কে। দিন কেটে গেল গল্পে। সন্ধ্যার সময় তারা ঘরে ফিরে দেখে রাতের খাবার প্রস্তুত। খেয়ে ধেয়ে বিদায় নিল রাত দশটায়।

-cuvP-

ঘরে আসতেই নিতু জিজ্ঞেস করল, কাকা, কাল আপনারা কোথায় যাবেন?
কাল দাওয়াত আছে আমার বন্ধু অজয়ের বাসায়। সকাল দশটায় ও এসে নিয়ে যাবে। সারাদিন তার বাসায় কাটাব। আমাদের অনেকদিনের জমানো কথা।
তাহলে আমার বান্ধবীর বাসায় কবে যাবেন। আগামী শনিবার?
আগামী শনিবার তো জহির বলে রেখেছে।
তাহলে রবিবারের কথা বলে দিই?
হা, তা দিতে পার।
আমার আরো কয়েকজন বান্ধবী আছে, সবাইর বাসায় যেতে হবে।
হা, যাব। কোন কাজ ïরু না করা পর্যন্ত তো একদম ফ্রি। যে কোন দিন যেতে পারি।
রাতে বিছানায় শুয়ে নিলা বলল, তোমার বন্ধু Aveyj g‡b nq GKUv nvev| fvexi †PnvivUv †`‡LQ? GKUz evKv bv? †`L‡Z †Kgb †hb A™¢y`| wVK wewkª ejebv| XsXvs K‡i, Pzj †K‡U fvj Kvco‡Pvco c‡o e‡j GKUz Qyi“Z jv‡M| bv nq evmvi Kv‡Ri ‡g‡qiv| Zvi †P‡q †`L‡Z fvj| লেখাপড়া খুব একটা জানে বলে মনে হয় না। কিন্তু চোপার জোরে সব চালিয়ে নেয়। কোন মানুষকে খুব একটা তোয়াক্কা করে না। সবকিছুতেই বেwশ বুঝে। আবুলের কাজ নাকি সে জোগার করে দিয়েছে। সে যে হোটেলে কাজ করে

সবাইর সাথে খুব ভাল সম্পর্ক। ম্যানেজারকে বললে আমার জন্য ও GKUv কাজ যোগার করতে পারবে। রাতে কাজ করে। সারাদিন ঘুমায়। এ কেমন কথা! হোটেলে কাজ করে! তাও আবার রাতে!

কাজ কাজই, রাতেই কি আর দিনেই কি?

তাই বলে মেয়ে মানুষ রাতে হোটেলে কাজ করবে?

এদেশে কাজের বেলায় মেয়ে পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। সব সমান।

তাহলে তুমি দিবে আমাকে রাতে কাজ করতে? হোটেলে?

না, তা বোধ হয় দিব না।

এই তো আসল চেহারা বেরিয়ে গেল। নিজের বেলায় হলে না, আর পরের বেলায় হলে সব সমান। তার মানে তুমি আমার কথায় ফিরে এলে। রাতে হোটেল কাজ করাটা ভাল দেখায় না।

জমিলা ভাবী আর কি কি বলল?

অনেক গল্প হল। বাংলাদেশে নাকি অনেক বেতন পেত। তিরিশ হাজার। মাঝে মাঝে বেশিও হত। এখানে এসেও বসে নেই। হোটেলে কাজ পাবার আগে অনেক জায়গায় অনেক কিছু করেছে। আর হাবা আবুল ঘরে বসে রান্নাবান্না করেছে। এখন দুজনেই কাজ করে। পালা করে ঘরের কাজ করে। খরচ করে সমান সমান।

পালা করে মানে?

মানে যে ঘরে আগে আসবে সেই রান্নার কাজ করবে।

আবুলটা আসলেও বোকা। ও ঘরে আগে আসে কেন? আমি হলে তো ঘরে ফিরতামই না।

দেরি করে wফরলে খাবার নেই। জমিলা ভাবী তাই বলল। এমন করেছিল দুএক দিন। ভাবী একবারে টাইট করে দিয়েছে। এদেশে আসার আগেই নাকি তাদের এমন কথা ছিল। ভাবী বেতন বেশি পায়। তাই আবুলকে সমান সমান খরচ করতে হয়। ভাগাভাগি করে। তাতে করে ভাবীর হাতে টাকা বেশি জমে। এখন নাকি ভাবীর হাতে তিরিশ হাজার ডলার আছে। আবুল জানেনা। আর দুজনের জমানো টাকা আছে প্রায় Pwjk nvRvi। আর কিছুদিন পর ওরা বাড়ি কিনবে।

Rwgjv fvex A‡bK wKQy Rv‡b। G‡`‡ki AvBb Kvbyb cÖvq meB Rv‡b e‡j g‡b nj। Kvib ‡nv‡U‡j KvR K‡i ‡Zv! A‡bK gvby‡li mv‡\_ cwiPq nq, A‡bK wKQy Rvb‡Z cv‡i। GK †jvK bvwK Zvi †g‡q‡K wK e‡jwQj। †m †mB †jvK‡K cywj‡ki nv‡Z w`‡q‡Q। Ggb A‡bK K_v

ejjl evB‡ii me KvR fvexB K‡il Aveyj wKQyB K‡ibvl Rv‡blbvl †m bvwK Bs‡iwR‡Z K_vI ej‡Z cv‡ibvl fvex hv e‡j Ges hv K‡i Aveyj mewKQy‡ZB Lywkl
ভাল কথা। এখন ঘুমাও।

-Qq-

পরের দিন ঘড়ির কাটায় কাটায় ঠিক দশটায় অজয় এসে হাজির। নিলার প্রস্তুত হতে আধা ঘন্টা লেগে গেল। অজয়ের নিজের গাড়ি আছে। পুরনো মডেলে একটা টয়োটা কেম্রী। কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে তার বাসায় এসে পৌছল তা বাদল কিছুই চিনে না। গাড়ি থেকে নেমে অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে মনে হল চেনা চেনা। ইলেভেটরের গোড়ায় গিয়ে বাদল বুঝতে পারল কাল এখানেই এসেছিল। আবুলের বাসায়। অজয়কে বলল, আরে এখানে তো কাল এসেছিলাম। আমার গ্রামের বন্ধু আবুলের বাসায়। চিন নাকি আবুলকে? তোমরা কোন তলায় থাক? এসময় ইলেভেটর এসে থামল। নামতে নামতে অজয় বলল, আমরা থাকি বার তলায়। এটাই বার তলা। নাম।
আবুল থাকে চৌদ্দ তলায়। তোমাদের দুই তলা উপরেই। তোমার সাথে পরিচয় নেই?
অজয় বলল, দুই তলা নয়, আমাদের ঠিক উপরেই থাকে। এখানে তের তলা বলতে কিছু নেই। বার তলার পরই চৌদ্দ তলা।
তার মানে? তের তলা গেল কোথায়?
এদেশে বহুতল ভবনে তের তলা রাখে না। এই তের হল আনলাকী _v র্টিন। তাই এটা হারিয়ে গেছে ইমারতের বেলায়।
আর অন্য সবের বেলায় তেরর কি অবস্থা।
আর সব ব্যাপারে ঠিক আছে। বাদ দেয়া যায় না। শুধু ইমারতের বেলায় তের নেই।
খুব মজা তো! তোমাকে আবুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। আজকে তিনজনে মিলে খুব আড্ডা হবে।
আবুলের সাথে পরিচয় করাতে হবেনা। আবুলকে চিনেনা এমন কেউ নেই। কানাডার সরকার থেকে এই দালানে প্রায় একশ পরিবার থাকে, সবাই তাদেরকে চিনে। কিন্তু তার সাথে আড্ডা হবে না যে! তোমার খুব প্রিয় বন্ধু, না?

হা, ওর সাথে যখন দেখা হয় তখন ছোটবেলার অনেক আকাম কুকামের কথা মনে পড়ে। দল বেধে কত চুরি ছেচড়ামি করেছি! ওর সাথে বসে সেসব গল্প করতে খুব ভাল লাগে।

বুঝতে পারি। সেসব গল্প ওর সাথে আলাদাভাবে বসেই কর। আমার সাথে তার গল্প করার কিছু নেই। কথা বলার ও অবস্থা নেই।

কেন, কি হয়েছে?

সে অনেক কথা। থাক ওসব। দরজা খোলে ভেতরে ঢুকেই ডাক দিল, এইযে সুজাতা, আমরা এসে গেছি।

নমস্কারের ভংগিতে সুজাতা এসে দাড়াল। যেন একটা প্রতিমা। সুন্দর করে মার্জিতভাবে সাজ করেছে। কুশল বিনিময়ের পর তারা বসল। বাদল সুজাতার চেহারার সাথে কোন নায়িকার চেহারার মিল খুজছে। পেয়ে গেল। ঠিক যেন মাধবীর সাথে মিল। অজয় বলল, চল, আগে নাস্তাটা সেরে নিই। তারপর গল্প। আজ সারাদিন গল্প হবে। আমি ছয় দিন কাজ করি। একমাত্র রবিবার ছুটি। সময় পাইনা। তোমার সাথে আবার কবে বসতে পারব ঠিক নেই। আসুন ভাবী, চা নাস্তাটা শেষ করি। সবাই টেবিলে বসল। নিলা জিজ্ঞেস করল, ছেলেমেয়ে কোথায়?

সুজাতা বলল, ছেলেমেয়ে তো আসেনি!

আসেনি মানে! ওরা কোথায় থাকে?

মানে ওরা পৃথিবীতেই এখনো আসেনি।

নিলা কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

বাদল বলল, ওদের ছেলেমেয়ে নেই।

ও, তাই বলুন। আমি তো ভাবলাম অন্য কোথায়ো থাকে বুঝি!

সুজাতার মুখটা বেজার হয়ে গেল।

বাদল কথাটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল, অজয় তুই কিভাবে এসেছিw ল এ দেশে?

ARq ïi“ Kij ..

bv¯—v †kl n‡ZB সুজাতা বলল, ভাবী চলুন আমরা ওঘরে যাই। তাদের এসব গল্প আমাদের ভাল লাগবেনা। বলে নিলাকে নিয় চলে গেল তাদের বেডরুমে।

তারা চলে গেলে অজয় বলল, আমি তো এসেছিলাম ভিজিট ভিসায়। তখন খুব সহজেই ভিসা পাওয়া যেত। বাংগালি এদেশে খুব বেশি আসতনা। তখন নজর ছিল মিডেল ইষ্টের দিকে। নোংগর করেছিলাম মন্ট্রিয়ালে। শুনেছিলাম মন্ট্রিয়ালে

খুব সহজে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন মন্জুর হয়। একজন বাংগালির সাহায্যে দরখাস্ত করলাম। কারন দেখালাম সংখ্যালঘু বাংলাদেশে অত্যাচারিত। কিছু খবরের কাগজের কপিও দিলাম। হয়ে গেল। মন্ট্রিয়ালের ভাষা ফ্রেন্স। শিখতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। কাজকর্মের খুব একটা সুবিধা নেই। বিশেষ করে ফ্রেন্স না জানলে কাজ পাওয়া কঠিন। তাই চলে এলাম টরন্টোতে। তারপর সুজাতাকে নিয়ে এলাম। ওর ভিসা পেতেই দেরি হল। প্রায় চৌদ্দ মাস। এখন সবকিছুই কঠিন হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দরখাস্ত খুব একটা অনুমোদন হয়না।
সপ্তাহে ছয়দিন কাজ কর। কি কাজ সেটা। ছয়দিন করতে হয়?
কাজ করি একটা হোটেলে। নিজের গরজে ছয়দিন করি। বেতন খুব বেশিনা। তবে টিপস মেলে যথেষ্ট। আমার একা কাজের উপর আমাদের খরচ চলে যায়। সুজাতাকে কাজ করতে হয়না। এখানে একজনের বেতন দিয়ে খরচ কুলান যায়না। দুজনকে কাজ করতে হয়। নির্ভর করে তুমি কি কাজ কর। আমি এদেশে কাজকে দুভাগে দেখি। একটা হল কাজ করা মানে অড জব করা। আর একটা হল চাকরি করা। চাকরি মানে অফিসিয়েল কাজ করা। অফিসিয়াল কাজে বেতন বেশি, সুবিধা বেশি। তখন একজনের বেতনে খরচ হয়ে যায়। অড জব মানে দৌড়ের উপর থাকা। যতক্ষন কাজ করলে ততক্ষন পয়সা। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুব একটা থাকেনা।
তোমাদের কথা শুনে আমার মনে হয় আমি এসে ভুল করেছি। আমার আসাটা ঠিক হয়নি। এ পর্যন্ত যা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় এখানে লেখাপড়া না করলে ভাল চাকরি পাওয়া যাবেনা। তার মানে AW Re করতে হবে। আর একজনের কাজে চলা যাবেনা। দুজনকে কাজ করতে হবে। আর এ ধরনের কাজ আমার দ্বারা সম্ভব কিনা তা চিন্তা করতে হবে। সরকারি সাহায্য কিভাবে পাওয়া যায়?
সরকারি সাহায্য তুই নিবি কেন? তুই শক্ত সামর্থ্য। লেখাপড়া জানিস। সরকারি সাহায্য মানে ভিক্ষা। তুই কি এমন অসহায়, কিছুই করতে পারবিনা? সরকারি সাহায্য নিতে গেলে তোকে গায়ের চামড়া মোটা করতে হবে। কথা শুনতে হবে। এইমাত্র এসেছিস। এখনই কেন সরকারি সাহায্যের চিন্তা করিস? হয় লেখপড়া কর নয় যে কোন কাজ কর। এদেশে কাজ কাজই, এর কোন বড় ছোট নেই। এটা নিয়ে কেউ ভাবেওনা। যদি মনে করিস বাংলাদেশে তুই একটা প্রজেক্টের প্রধান ছিলি, এখানে ছোট কাজ করতে পারবি না, তাহলে এদেশ তোর জন্য নয়। কারন এদেশে কেউ তোকে বস বানাবে না। এদেশের

মত করে নিজকে তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে।

এ বয়সে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে! বলিস কি!

বয়সটা তোর এমন কি হয়েছে? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আমি তো হোটেল মেনেজমেন্ট কোর্স করছি। আমি যেখানেই যাই আমার কাজ আছে। বেকার থাকতে হবেনা। ভাল করে চিন্তা কর। অত তাড়াতাড়ি কি! ব্যবস্থা একটা করতে হবে আর হয়েও যাবে।

তারপর তারা চলে গেল কলেজ জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে। এক সময় সুজাতা এসে বলল, খাবার দেয়া হয়েছে। বাদল ভাই, আসুন। খুব বেশি কিছু করিনি। ডাল ভাত।

খাওয়া শেষ হলে অজয় বলল, সবাই মিলে চল লেকের পাড়ে পার্ক থেকে ঘুরে আসি।

সুজাতা বলল, তোমরা যাও। আমি ভাবীকে নিয়ে তেইশ তলায় রিনা ভাবীর বাসায় যাব।

ঠিক আছে, আমরা দুবন্ধু ঘুরে আসি। ওরা দুজন বেরিয়ে গেল। অনেক জায়গায় ঘুরে ফিরল সন্ধ্যায়। তখন ও সুজাতারা ফেরেনি। বেশ কিছুক্ষন পর তারা ফিরল। অজয় জিজ্ঞেস করল, তোমাদের গল্প শেষ হয়নি? আরো বাকি আছে নাকি?

সুজাতা বলল, গল্প শুরু হলে শেষ হতে চায় না। খাবার কিন্তু রেডি আছে। কখন খাবে বলবে।

খাওয়াদাওয়ার পর অজয় তাদেরকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

রাতে বিছানায় শুয়ে নিলা বলল, শুনেছ তোমার আবুলের কাহিনী? রিনা ভাবী সব বলল। এত কাহিনী ওদের!

বাদল কোন উৎসাহ দেখায়নি ওসব শোনার জন্য। নিলা জিজ্ঞাসিত না হয়েই শুরু করল।

ওই বিল্ডিংএ নাকি অনেক বাংগালি থাকে। সবাইর সাথে জমিলা ভাবীর জগড়া হয়েছে। সে কাউকে তোয়াক্কা করে কথা বলেনা। তাদের নাকি অনেক পয়সা হয়েছে। তাই বড় ছোট কাউকে মানুষ মনে করেনা। তাদের বাচ্চাদের নিয়ে অনেক ঝগড়া হয়েছে। যারা জগড়া থামাতে গেছে তারা সবাই অপদস্থ হয়েছে। জমিলা ভাবীর মুখ খুব খারাপ। সে পুরুষের সাথে মারামারি করতেও উস্তাদ।

তাদের এক আত্নীয়ের সাথে তার ঘরে মারামারি করে জেলেও গেছে। তাদের ছেলেমেয়েগুলো মারামারি করে কয়েকদিন পর পর জেলে যায়। কিছুদিন পর আবার চলে আসে। কোন পরিবারের সাথেই তাদের সম্পর্ক নেই। সবাই তাকে ভয় পায়। তোমার বন্ধু আবুল নাকি একটা ভেড়া। তাকেও মানুষের সামনে যা তা বলে। সেও ভাবীকে বাঘের মত ভয় পায়। তাই আবুলের নাম হয়েছে ভেড়া।

বাদল বলল, তোমার এসব কাহিনী বন্ধ কর তো! এসব শোনা এবং বলা দুটোই অপরাধ। যে যেভাবে পারে চলছে। তোমার পছন্দ না হয় যোগাযোগ না রাখলেই হয়। এত কাহিনীর কি প্রয়োজন? বাদ দাও এসব গল্প। নিজেদের নিয়ে চিন্তা কর। এখন তো দেখছি সামনে মহা বিপদ। আমি কি কাজ পাব আর কি কাজ করব জানিনা।

সবাই যা করে তাই করবে। এতে চিন্তার কি আছে? সবাইর যা হয় আমাদের। তাই হবে। এসব নিয়ে আমি চিন্তা করিনা।

-mvZ-

সকাল আটটায় নিতু নাস্তা রেডি করে বলল, রান্না শেষ করে দিয়ে গেছি। আপনারা দুপুরে খেয়ে নিবেন। আমার কাজ দশটা থেকে। ফিরব বিকেল পাঁচটায়। রাতে আমার বান্ধবী হাসির বাসায় দাওয়াত। এই বলে নিতু চলে গেল।

বিকেল ছয়টার দিকে তারা সবাই প্রস্তুত। পলাশের সেকেন্ড হ্যান্ড টয়োটা কেম্রীতে চাপাচাপি করে বসতে হল। প্রায় পনের মিনিট পর গাড়ি এসে থামল একটা দোতলা বাড়ীর সামনে। নিতু আগে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে যেতেই দরজা খুলে গেল। হাসিমুখে মহিলা নিতুকে বলল, আস। খুব খুশি হয়েছি ঠিক সময়ে আসার জন্য। নিতু নিলাকে পরিচয় করিয়ে দিল। এই আমার চাচী। সালাম বিনিময়ের পর হাসি বলল, আসুন, ভেতরে এসে বসুন। তার পেছনে হাসির বর কাজল ও অভ্যর্থনা জানাল। নিলা হাসির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষন। এত সুন্দর মানুষ হয়! বয়স বত্রিশ তেত্রিশ হবে। গায়ের রং যেন খাঁটি সোনা। এখানে সাদা মানুষ দেখেছে। কোন আকর্ষন নেই। আমাদের দেশের যেসব মানুষের চামড়া উজ্বল তাদের গায়ের রং সাদা হয় না। যেন সাদার সাথে হলুদ মেশানো থাকে। হাসির গায়ের রং ঠিক সাদা নয়, আবার হলুদ ও নয়। যেন দুয়ে মেশানো। টানা হরিন চোখ, চোখের

উপর কয়েক গোছা অবাধ্য চুল এসে গালের পাশে এলিয়ে পড়ে আছে। তাতে যেন তার গালের রংটা আরো উজ্জল দেখাচ্ছে। খোলা চুল কোমড় ছাড়িয়ে গেছে। একটা হালকা গোলাপী রংএর শাড়ি পড়েছে। হালকা প্রসাধনী ব্যবহার করেছে। এই চেহারায় তো কোন প্রসাধনীর প্রয়োজন নেই। যেন সিনেমার নায়িকা। নিলা নিজকে সুন্দরী ভাবত। আজ তার মনে হল তার চেয়েও সুন্দরী আছে। আড়চোখে একবার কাজলের দিকে তাকাল। ছ'ফুট লম্বা, গায়ের রং উজ্জল। বলিষ্ঠ দেহ। দুজনকে মানিয়েছে খুব।

বাদল কাজলের সাথে আলাপ করছে। অনেক প্রশ্ন করল কাজলকে। উত্তরে কাজল বলল, এদেশে আছে উনিশ বছর, কিন্তু হাসি আছে দশ বছর যাবত। এই বাড়ী নিজের কেনা। তবে সব টাকা নগদ দেয়া হয়নি। বাড়ির দাম আড়াই লাখ ডলার। ডাউনপেমেন্ট দিয়েছে মাত্র দশ পার্সেন্ট। প্রথম একটা প্রসাধনী দোকানে কাজ করত। হাসি আসার পর দুজনে সমানে কাজ করে বেশ কিছু টাকা জমা করে এখন নিজেরাই একটা প্রসাধনীর দোকান চালায়। তাতে চাকরির চেয়ে আয় বেশি। সেই আয়ের টাকা দিয়েই এই বাড়ী নিয়েছে। ব্যবসা ভালই চলছে। দুজনে মিলে চালায়। সকালে চালায় হাসি, বিকেলে কাজল। ভাবছে আর একটা দোকান করলে চালানো যাবে কিনা।

ছেলেমেয়ে কয়জন জিজ্ঞেস করতে কাজল বলল, evi বছরের এক wU ছেলে।

খাওয়ার টেবিলে বসে হাসি বাদলকে বলল, বাদল ভাই পাবদা মাছ আর একটা নিন। নিতু বলল, একি তুমি যে কাকাকে ভাই ডাকছ!

ওনাকে চাচার মত লাগেনা, আমি ভাইই ডাকব। তাতে তোমার অসুবিধা কি? তুমি তো বান্ধবী আছই। ওনাকে ভাই ডাকলে আমাদের বন্ধুত্বের অসুবিধা কোথায়? শুনে সকলে হেসে উঠল।

খাওয়াদাওয়ার পর অনেক আড্ডা হল। রাত এগারটার দিকে তারা ঘরে ফিরল। গাড়ীতে উঠার সময় হাসি হেসে বিদায় দিল, বলল, বাদল ভাই আবার আসবেন কিন্তু!

-আট-

মাসের cÖ_g Zvwi‡L ev`j নতুন বাসায় উঠল। নিয়ম অনুযায়ি এক মাসের ভাড়া অগ্রিম, আর এক মাসের ভাড়া জমা থাকবে। `y gv‡mi fvov GK mv‡_ AvVvi k Wjvi। প্রয়োজনিয় ক্রোকারিজ, wKQy ফার্নিচার, একটা টিভি, Rvbvjvi c`©v BZ¨vw` UywK UvwK LiP n‡q †Mj প্রায় cvuP হাজার ডলার । বাদল পকেটে হাত দিয়ে দেখল অনেক পাতলা লাগে। বাকি wZb হাজার দিয়ে কয়দিন চলা যাবে ভাবছে। আগামী মাসেই তো নয়শ ডলার চলে যাবে এক তারিখে। তাইত! খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু শুরু করতে হবে।

রাতে পলাশের সাথে গল্প করতে করতে বাদল বলল, পলাশ কাজ তো একটা বের করতে হয়। পলাশ বলল, এখানে কাজের অবস্থা তো আপনাকে বলেছি। এখন আপনি সিদ্ধান্ত নিন কি করবেন। অড জব করলে আমার জানাশোনা কয়েকজন আছে ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তাদের সাথে আলাপ করে দেখতে পারি। তাতে সাত আট ডলারের বেশি পাবেন না। আর যদি সেকিউরিটির কাজ করেন তাহলে নয় দশ ডলারের বেশি পাবেন না। সিকিউরিটির কাজ পেতে একটু সময় নেয়। ইন্টারভিউ দিয়ে পাশ করলে তবে লাইসেন্স পাবেন। তারপর কাজ। ফ্যাক্টরীতে কোন ইন্টারভিউ লাগবে না। যখন ইচ্ছা শুরু করতে পারেন।

তোমার চাচীর সাথে পরামর্শ করে নেই। তারপর তোমাকে বলব। তবে যা কিছু একটা খুব শীঘ্রই শুরু করতে হবে।

আগে সিদ্ধান্ত নিন কি করবেন।

পরের দিন বাদল বলল, পলাশ তুমি তোমার পরিচিত লোকের সাথে আলাপ কর। যা পাই তাই করব।

পরের সপ্তাহেই বাদল একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ শুরু করল। সেই জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ার। যার অফিসের গাড়ী, বাড়ী, চাকর বাকর ভর্তি ছিল, সে এখন একজন লেবার। ঘন্টায় সাত ডলার বেতন। এদেশে থাকতে হলে আর টিকে থাকতে হলে একটা কিছু করতে হবে। হাতে যা সামান্য ডলার আছে তা শেষ হয়ে যাবার আগেই কিছু একটা করতে হবে। তাই সে শুরু করেছে। মনে আছে একটা ভাল কাজ পেলেই এই ফ্যাক্টরীর কাজ ছেড়ে দেবে।

কিন্তু বাদল জানেনা, এদেশে নিজের প্রফেশনে কাজ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। যে যা একবার শুরু করে তা আর ছাড়া যায় না। কারন কাজ ছেড়ে দিয়ে কেউ রিস্ক নিতে সাহস করে না

মাসের শেষে দেখা গেল বাদলের বেতন হয়েছে এগারশ ডলার। ভাড়া দিতে হয়েছে নয়শ ডলার। বাকি রইল দুশ ডলার। কাজে আসা যাওয়ার খরচ বাদে হাতে কিছুই থাকে না। এখন কি করবে সে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। দেশে থাকতে দুহাতে টাকা খরচ করেছে। যখন যা ইচ্ছে কিনেছে, আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করেছে। এখানে এভাবে তো চলা যায়না! ফিরে যাবে দেশে! চাকরিটা তো এখনও আছে। কিন্তু অমির ভবিষ্যত! এদেশে মানুষ আসার জন্য মাথা খুড়ে মরে। ছেলেকে মানুষ করতে হবে। কি করবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা বাদল।

নিলার কোন চিন্তা নেই। সকালে অমিকে রেডি করে দেয়। জয়ের সাথে স্কুলে যায় আসে। নিলা সকালেই রান্নার কাজ শেষ করে ফেলে। সারাদিন আর কোন কাজ থাকেনা। এখানে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে তাদের সাথে ফোনে অথবা তাদের বাসায় আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। ধনীর দুলালী। এসব ছোটখাটো অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিদেশে আসার ইচ্ছে হয়েছিল, এসেছে। ফিরে যাবার কোন ভাবনা আসতেই পারেনা। কবে দেশে বেড়াতে যাবে এবং বন্ধুদের সাথে বিদেশের গল্প করবে সে চিন্তায় আছে।

বাদল যে টাকা পায় তা দিয়ে সংসার চলেনা। প্রতি মাসেই টান পড়ে এবং দেশথেকে আনা টাকা যা আছে তা থেকেই খরচ করে। কয়েক মাসেই সে টাকাও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। একদিন বাদল নিলাকে বলল, আমার টাকায় তো আর চলা যাচ্ছে না। এখন কি করি। সব মহিলারাই তো কাজ করে। তুমি কাজ করলে কেমন হয়?

কি! আমি কাজ করব! আমি কাজ করতে আসিনি! পারবনা কোন কাজ করতে!

তাহলে চলবে কি করে? সব পরিবারেই দুজনে কাজ করে সংসার চালায়। আমাদেরও তাই করতে হবে। না হলে চলবেনা!

তুমি আর একটা কাজ নাও। ভাল বেতনের কাজ।

মিলছে না তো! আমি অনেক চেষ্টা করছি। কোথাও এর চেয়ে ভাল কাজ যোগার করতে পারছি না। আমি একটা ভাল কাজ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি কাজ কর। আমি কাজ পেলেই তুমি ছেড়ে দিও।

ওসব আমার দ্বারা হবেনা।

শেষ পর্যন্ত নিতুর সাহায্য নিতে হল। নিতু পলাশ দুজনেই নিলাকে বুঝিয়ে কথায় আনল। নিলা রাজি হল।

-নয়-

নিলার কাজের জন্য পরিচিত সবাইকে বলল বাদল। আবুলকেও বলল। দুদিন পর আবুলের স্ত্রী জমিলা ফোন করল। সে যে হোটেলে কাজ করে সেখানে একজন লোক নেবে। মহিলা অগ্রাধিকার। নাইট শিফটে কাজ। শুনে বাদল বলল, না নাইট শিফটে সে পারবে না। আসলে বাদল চায়না নিলা হোটেলে কাজ করুক। তাও আবার রাতে।

হাসি খবর দিল। সে আগে যে ফেক্টরীতে কাজ করত সেখানকার ম্যানেজারের সাথে কথা হয়েছে। ইচ্ছে করলে এ সপ্তাহেই কাজে যোগ দিতে পারে। কাজ সকাল নয়টা থেকে বিকেল ছয়টা পর্যন্ত। ফ্যাক্টরীতেই যোগ দেবে ঠিক করল নিলা।

এই প্রথম নিলা একা ঘর থেকে বের হল। ভয়ে বুক দুরু দুরু করছে। কি জানি সে ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় পৌছতে পারবে কিনা! কিভাবে কোথায় যেতে হবে, কোন্ বাসে উঠে কোথায় নামতে হবে, তারপর ডানে বায়ে করে কিভাবে ফ্যাক্টরীতে পৌছতে হবে তা হাসি একটা কাগজে লিখে দিল। সেভাবেই নিলা এসে পৌছে গেল ফ্যাক্টরীতে। কোন অসুবিধা হয়নি। তার মনটা খুশিতে ভরে গেল। তাহলে ঠিকানা জানা থাকলে খুজে বের করা একদম সোজা।

ফ্যাক্টরির সুপারভাইজার একজন পাকিস্তানি। নাম আসলাম। সেই ফ্যাক্টরির সবকিছু দেখাশোনা করে। মালিক মাঝে মাঝে আসে। কর্মচারি বেশিরভাগই মহিলা। কিছু পুরুষ কর্মচারি আছে পরিশ্রমের কাজ করার জন্য। বিশেষ করে লোডিং আনলোডিং করার জন্য। মহিলারা শুধু হালকা কাজ করে। প্যকিংএর কাজ। তার মাঝে পাকিস্তানি আর বাঙালিই বেশি। কয়েকজন আছে বিদেশি। প্রথম দিনেই নিলার সাথে কয়েকজন বাঙালি আর পাকিস্তানি মহিলার আলাপ হল। আসলাম পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কাজ সকাল নয়টা থেকে বিকেল ছয়টা। মাঝে এক ঘন্টা বিরতি।

নিলার কর্ম জীবন চলল। সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরে আর কিছু করতে ইচ্ছে হয়না। বাদল ফেরে তার কিছু পর। নিলার অবস্থা দেখে কিছু বলতে ইচ্ছে হয়না বাদলের। জীবনে যে বাদল কোনদিন রান্নাঘরে উকি দিয়ে দেখেনি সেই বাদল আজ যা পারে তাই একটা কিছু করে নেয়। বিশেষ করে খিচুরি রান্নাটা শিখে ফেলেছে বাদল। তার সাথে ডিম ভাজা। একদম সোজা কাজ। ধোয়া মুছার কাজটাও বাদল করে নেয়। নিলাকে কাজে পাঠিয়ে বাদল নিজকে অপরাধি ভাবে। তাই নিলাকে প্রায় কিছুই করতে দেয়না। সে যতটুকু পারে তাই করে নেয়। তাতে নিলা বেশ খুশি। পরদেশে ছোট কাজ করতে গানিবোধ করেনা কেউ। অথচ দেশে এসব কাজ করেনা কেউ।

ছুটির দিনে নিলা বেশিরভাগ সময় কাটায় টেলিফোনে। এখন জমিলা ভাবীই তার প্রিয় ব্যক্তি। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয় ফোনে। বাদল মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে কার সাথে এত লম্বা কথা হয়। নিলা বলে, জমিলা ভাবীর সাথে। উনি এত কিছু জানে! তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। একজন উকিলও তা জানে না। এদেশের মহিলারা কি করে, পুরুষের কি কি ক্ষমতা ইত্যাদি সব জানে। তার কাছ থেকে শিখার অনেক কিছু আছে। দেখতে বিশ্রি হলে কি হবে, জানে অনেক কিছু।

সে ত এমন লেখাপড়া জানে না শুনেছি। এতকিছু জানবে কি করে?

উনি যেখানে কাজ করে সেখানকার মানুষের কাছ থেকেই বেশি জেনেছে। আর জেনেছে কিছু ঘটনা দেখে এবং শুনে।

খুব ভাল কথা। সককিছুতে মানুষের জ্ঞান থাকা ভাল।

ভাবী খুব করে বলছে তাদের বাসায় যাবার জন্য। চলনা আগামী রবিবার তাদের ওখানে যাই।

ঠিক আছে চল যাই।

পরের রবিবারে সকালে চলে গেল আবুলের বাসায়। সারাদিন গল্প করে সন্ধ্যার সময় তারা ঘরে ফিরল।

এখন সময় পেলেই জমিলার সাথে ফোনে কথা চলতে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা। কোনদিন চলে যায় মলে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু শেখে, জমিলা শেখায়। জমিলা কত রকমের উপদেশ দেয়। এদেশে চলতে হলে মেয়েদের কি করতে হয়, শুধু পুরুষের উপর নির্ভর করলে চলেনা, নিজে কিছু করতে হবে, নিজের পায়ে দাড়াতে হবে, এদেশে পুরুষ মহিলার সমঅধিকার, বিশেষ করে মেয়েদের কি কি অধিকার উদাহরন সহ বুঝিয়ে দেয়। নিলার কাছে জমিলা একজন জ্ঞানি মহিলা। তার উপদেষ্টা। আলাদা টাকা জমা করে। ব্যাংকে রাখেনা। ঘরেই আছে তাদের টাকা ইত্যাদি সব কিছুর চিত্র তোলে ধরে নিলাকে। বলে, ভাবী আপনি সোজা মানুষ। নিজে যখন কাজ শুরু করেছেন আগে থেকেই একটা নিয়মের মাঝে চলবেন। তাহলেই কোন অসুবিধা হবেনা। আপনার টাকা আপনার কাছেই রাখবেন। পুরুষের হাতে টাকা গেলেই তার খারাপ কাজের দিকে নজর যায়। বাইরে চোখ যায়। আপনার টাকা হয়ে যাবে তার টাকা। কাজেই নিজের টাকা অন্যের হাতে দিবেন না।

নিলা মন দিয়ে সব শুনে। ভাবে এটাই বুঝি কানাডার জীবন। কল্পনায় দেখতে পায় তার হাতে হাজার হাজার ডলার! অনেক রঙিন স্বপ্ন। একটা অন্য জীবন। সুখ ভোগের হাতছানি।

নিলা ঘরের কাজের চেয়ে ফ্যাক্টরীর কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়। সকালে অমিকে স্কুলে পাঠিয়ে কিছু খাবার নিয়ে চলে যায় কাজে। প্রতিদিন বিকেল সাতটায় ফিরে।

ফ্যাক্টরিটা একটা বিরাট হলঘরে। হলঘরের এক কোনে একটা রুম। দুদিকে কাচের বড় বড় জানালা। রুমের ভেতরে দাড়িয়েও হলঘরের এ মাথা থেকে সে মাথা দেখা যায়। কেউ কারও সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করছে কিনা, কেউ কাজে ফাকি দিল কিনা, সককিছু ঠিকভাবে চলছে কিনা তা এক জায়গায় দাড়িয়েই দেখা যায়। এটা অফিস রুম। আসলাম কতক্ষন পর পর ঘুরে ঘুরে দেখে কাজ ঠিকভাবে চলছে কিনা। যতবার সে হলরুম ঘুরতে যায় ততবার নিলার কাছে গিয়ে দাড়ায়। জিজ্ঞেস করে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। যেন নিলা সব কর্মচারির মাঝে বিশেষ কেউ একজন। এখানে প্রায় সবাই মহিলা। এই ঘন ঘন খোজ নেয়াটা অনেক মহিলার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

নিলা খুব মন দিয়ে কাজ করে। তাকে অনেক জলারের মালিক হতে হবে।

-দশ-

দেখতে দেখতে ছয় মাস কেটে গেল। নিলা আর বাদল দুজনে মিলে যে বেতন পায় তা দিয়ে চলছে সংসার। কিন্তু কোন সঞ্চয় নেই। একদিন অজয়ের সাথে ফোনে কথা বলছিল বাদল। অজয় বলল, তুই হোটেলে কাজ করলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমাদের হোটেলে যদি কাজ হয় তাহলে বাসবয় হিসেবে শুরু করতে হবে। বেতন তেমন কিছু নয়, কিন্তু টিপস বেতনের চেয়ে বেশি। এখন যা বেতন পাস তার বেশিই পাবি তা আমি বলতে পারি। টিপস সব হোটেলে সমান হয়না। আমাদের হোটেল

অনেক বড় হোটেল। এখানকার কাষ্টমার সবই পয়সাওয়ালা। টিপস দিতে কার্পন্য করেনা। আর এসব হোটেলে কাজ পাওয়া সহজ নয়।

আমার তো এখন টাকার প্রয়োজন,কাজ কি তা দেখলে চলবেনা। কাজ যাই হোক, টাকা চাই। তুই চেষ্টা কর। আমার বেশি বেতনের একটা কাজ চাই, তাহলে নিলাকে কাজ ছেড়ে দিতে বলব। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। বেচারা কোনদিন রান্নাও করেনি। সেই কিনা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রমের কাজ করে। মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

না, তোর ধারনা ভুল। সব ফ্যাক্টরীতে এক রকম কাজ হয় না। তুই যেটাতে কাজ করিস সেখানে শুধু পরিশ্রমের কাজ। তাই তোর ধারনা সবই বুঝি এ রকম। আসলে যে সব ফ্যাক্টরীতে মহিলা বেশী সেখানে হালকা কাজ হয়। তাই মহিলা নিয়োগ করে। নিলা ভাবী নিশ্চয়ই তেমন কোন পরিশ্রমের কাজ করে না। আর করলে আর দশজন যদি পারে তাহলে ভাবীও পারবে। তাতে নিজকে অপরাধি ভাবার কিছু নেই। এদেশে সবাই কর্মঠ, মহিলা পুরুষ সকলে। বরং মহিলাদের সব কাজে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যাই হোক আমি তোর জন্য আমাদের হোটেলে চেষ্টা করব। দেখি কখন নতুন লোক নিয়োগ করবে। আমার সুপারভাইজারকে কালই বলব তোর কথা।

হাসি যখনই অবসর পায় তখনই একটা ফোন করে। নিলা ঘরে থাকলে কথা হয়। খুব একটা বেশি কথা হয়না। যেমন জমিলার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা হয় তেমন হাসির সাথে হয়না। বাসায় যাবার জন্য আমন্ত্রন জানায় হাসি। নিলা এড়িয়ে চলে। মাঝে মাঝে হাসি এসে নিজেই উপস্থিত হয়। বাদল ভাইর জন্য বিশেষ কিছু নিয়ে। যেমন বাদল পিঠা পছন্দ করে। হাসি পিঠা তৈরি করলে বাদলের জন্য নিয়ে আসে। নিতুর কাছে জেনেছে বাদল কি মাছ পছন্দ করে। সে মাছ রান্না করে নিয়ে আসে। হাসিকে এড়িয়ে চললেও এত অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। কোনদিন বাদল নিলাকে নিয়ে যায়। সারাদিন গল্প হয়। খাবার টেবিলে দেখা যায় হাসি বাদলের পাতে তার পছন্দের জিনিষ তোলে দেয়। নিলা খেয়াল করে। মেয়েদের ঘ্রানশক্তি প্রবল বলে নিলা কিসের সন্ধান পায় কে জানে।

একদিন খাওয়ার পর সবাই বসে গল্প করছে। কাজল কি যেন বলছিল। সে কথার রেশ ধরে বাদল বলল, ভাবী তো বাংলাদেশের যে কোন নায়িকার চেয়ে সুন্দরি। হাসতে হাসতে একথা বলল বাদল। বাদল অন্য কিছু ভেবে কথাটা বলেনি। শুধু কথার পিঠে কথা। কিন্তু হাসির কাছে এর দাম অনেক। আর নিলার কাছে বজ্রাঘাত।

একদিন হাসি চিতই পিঠা নিয়ে এল। নিলা বলল, এসব খাওয়ার সময় পায়না। এর আগে যে মাছ দিয়েছিলেন তা ফ্রিজে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। ফেলে দিয়েছি। আপনি এত কষ্ট করে দেন তা কাজে লাগেনা। আর কষ্ট করবেন না।

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে হাসি কাজলকে নিয়ে ফোন না করেই এসে উপস্থিত হয়। খাওয়া দাওয়া গল্প হয় অনেক রাত পর্যন্ত। তাদের এভাবে আসাটা নিলা সহজভাবে নিতে পারেনা। মনে মনে বিরক্ত হয়। প্রকাশ করেনা। কোন কোন দিন হাসির দাওয়াত এড়াবার জন্য জমিলার ওখানে চলে যায়। সেখানে সারাদিন তার খুব ভাল কাটে। এসব ঘরোয়া রাজনীতির কিছুই টের পায়না বাদল।

অজয় তার সব রকমের কায়দা খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রায় এগার মাস পর একটা ব্যবস্থা করতে পারল। একজন বাস বয়ের প্রমোশন হয়েছে ওয়েটার পদে। সেখানে বাদলের কাজ হল। বাদল ফ্যাক্টরীর কাজ ছেড়ে অজয়ের সাথে হোটেলে কাজ শুরু করল। দুপুর বারটা থেকে রাত একটা বা দুটা। শনি রবি বার কাজ বাধ্যতামূলক। ছুটি নিলে সপ্তাহের অন্য দিন নিতে হবে। ইচ্ছে করলে সাতদিনই কাজ করতে পারবে। বাদল ভেবে দেখল এখন তার টাকার দরকার। সে ঠিক করল সাতদিনই কাজ করবে। কিছু দিনের মধ্যেই বাদল কাজে পারদর্শি হয়ে গেল। সপ্তাহশেষে চেকটা পেয়ে হাসতে হাসতে বাসায় এসে

নিলাকে বলল, তোমার কপাল খুলেছে। এবার তুমি কাজ ছেড়ে দিতে পার। দেড়টা বছর অনেক কষ্ট করেছ। আর নয়। এখন আমি যা বেতন পাব তা দিয়ে অনায়াসে আমরা চলতে পারব। তোমার ছুটি।

নিলাও একটা খবর দিল। তার প্রমোশন হয়েছে। বেতন এখন ডাবল হয়েছে।

ম্যানেজারের সহকারি একজন আফ্রিকান মহিলা। সে আর একটা বেশি বেতনের কাজ পেয়ে চলে গেছে। ম্যানেজার আসলাম অনেক ভেবে নিলাকে পছন্দ করল। বলল, আমি ঠিক করেছি মিশেলের জায়গায় তোমাকে নিয়োগ দিব। নিলা আকাশ থেকে পড়ল। এ যে অসম্ভব! সে করবে অফিসের কাজ! বলল, না, না, আমি ওসব কাজ পারবনা। তুমি অন্য কাউকে দেখ।

আসলাম বলল, কাজ কোনটাই কঠিন নয়। তুমি দেখ, আমি তোমাকে সব শিখিয়ে নিব। না পারলে তো তোমার কাজ আছেই। চেষ্টা করতে দোষ কি? আমার মনে হয় তুমি পারবে। তোমার বুদ্ধি আছে। এস আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি।

সে এক সপ্তাহ আগের কথা। আজ ম্যানেজার বলেছে তুমি ঠিক ফিট হয়ে গেছ। পারবে।

নিলা বলল, এখন থেকে সে আর সাধারন কর্মচারি নয়, একবারে অফিস সহকারি। ম্যানেজারের সহকারি। এখন থেকে সে আর হলে অন্যান্য কর্মচারির সাথে বসবেনা, রুমের ভেতর বসবে। কাজ করবে কম্পিউটারে।

শুনে বাদল বলল, বল কি! কম্পিউটারের তুমি কি জান? কি কাজ করবে সেখানে?

কম্পিউটারের কাজ শিখেছি। ম্যানেজার শিখিয়েছে। কাজ তো সহজ। বুঝলেই হয়। ফ্যাক্টরির খরচের হিসাব রাখা। খরচের ভাউচার দেখে শুধু অংকটা বসিয়ে দেয়া। তবে ফিগারটা টাইপ করার সময় সাবধানে টাইপ করলেই হয়। ভুল হবার সাম্ভাবনা কম। টাইপ করা একদম সোজা। আস্তে আস্তে দেখে দেখে টাইপ করি। কোন অসুবিধা হয়না।

তাতো খুব ভাল খবর। কাজ শিখেছ, প্রমোশন হয়েছে। এখন কি করবে? তোমার কাজের প্রয়োজন ছিল আমাদের টানাটানির কারনে। এখন আর সেটা নেই।

কাজ ছেড়ে লাভ কি? বরং আমার টাকাটা ভবিষ্যতের জন্য জমা করি। এরকম কাজ তো পাওয়া যাবেনা। এমন সুযোগ তো সব সময় আসেনা।

অথচ একদিন কাজ করার ভয়ে তুমি কত কান্নাকাটি করেছিলে!

তখন তো একটা ভয় ছিল। না জানি কত কঠিন, কত কষ্টের। এখন তো দেখি ভয়ের কিছু নেই। শুরু করলেই হয়ে যায়। কোন কিছুই কঠিন নয়। এই যে কম্পিউটারের কথা বললে, ম্যানেজার যখন বলল আমাকে কম্পিউটারে কাজ করতে হবে তখন তো আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম এ অসম্ভব। আমি কিছুই জানি না। কিন্তু সে যখন আমাকে কম্পিউটারে বসিয়ে বলল, এখানে চাপ দাও, ওখানে আংগুল রাখ ইত্যাদি তখন দেখলাম পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কাজ করার মত জিনিষগুলো শিখে ফেললাম। এখন কাজ চলে। ম্যানেজার খুব খুশি। আমিও কাজে খুশি। ছাড়তে ইচ্ছে হয়না। যতদিন পারি করতে থাকি। কিছু টাকা সঞ্চয় হোক।

ঠিক আছে, এটা সম্পুর্ণ তোমার ব্যাপার। আমি যা পাই তা দিয়ে আমাদের সংসার খরচ চলবে। এখন তোমার ইচ্ছে, করলেও পার, ছেড়ে দিলেও পার।

দেখি, যদি ভাল না লাগে তাহলে ছেড়ে দিব। ছেড়ে দেয়া তো এমন কিছু নয়। ভাল কাজ পাওয়া সোজা নয়।

সেদিন জমিলাকে এই খবরটা দিল নিলা। জমিলা বলল, কোন কথা শুনবেন না। কাজ ছাড়বেন না! এমন কাজ পাওয়া যায়না। এদেশে থাকলে কাজ একটা করতেই হবে। নিজের পায়ে দাড়াতে হবে। এটা বাংলাদেশ নয় যে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এখানে যার যার তার তার। কাজ ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। কে কি বলল তা শুনবেন না। আপনার কাজ আপনি চালিয়ে যান।

ফ্যাক্টরিতেও খরবটা জানাজানি হল। নিলার প্রমোশন হয়েছে। এত কর্মচারি থাকতে, নিলার চেয়ে বেশি শিক্ষিত থাকতে, এত পুরোনো লোক থাকতে নিলার প্রমোশন হল। বিশেষ করে মহিলাদের মুখে মুখে মুখরোচক কথাবার্তা চালাচালি চলল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় নেই। অনেকে হিংসায় জ্বলতে লাগল।

-এগার-

মানুষের জীবন নদীর মত। কখন কোথায় বাক নেয় তা কেউ জানেনা।

সুখের সন্ধানে তারা এগিয়ে চলল। তিন জনের সংসারে খরচ খুব বেশি নয়। বাদলের টাকা দিয়ে খরচ চলে যায়, কিছু সঞ্চয়ও থাকে। আর নিলার সব টাকাই নিলার একাউন্টে জমা হয়। বাংলাদেশের জাদরেল ইঞ্জিনিয়ার বাদল এখন হোটেলের বাস বয়। আর তার গৃহবধু নিলা এখন অফিস সহকারি। নিলা এখন খুব চটপটে হয়েছে, শহরের পথঘাট অনেকটা চিনে নিয়েছে। একাই সবখানে আসাযাওয়া করতে পারে। বাদলের কাজ শেষ হতে রাত একটা দুটা বেজে যায়। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে বিছানায় পড়েই ঘুম। নিলাকে ছুটির দিনেও সময় দিতে পারেনা। তাই নিলা প্রায়ই চলে যায় জমিলার ওখানে। জমিলাকে নিয়ে সুপার মার্কেট বা মলে কেনাকাটা করে। ঘুরে বেড়ায়।

নিলা এখন ব্যস্ত। নিতুকে বা হাসিকে সময় দেবার মত সময় তার হয়ে উঠেনা। তারা দাওয়াত দিলে সে এড়িয়ে যায়। নিতু খবর না দিয়েই যখন তখন চলে আসে। নিতু বুঝতে পারে নিলার অনেক পরিবর্তন। কাথাবার্তা চালচলন বদলে গেছে। হাসি আসে কখনও। বুঝতে পারে এ নিলাভাবী আর সেই নিলাভাবী নেই। সে যেন নিজকে আলাদা ভাবতে শুরু করেছে। এসব সাধারন মহিলাদের থেকে তার মর্যাদা যেন উপরে। হয়ত তার চাকরি বা বেতন এসব দিয়েই নিলা নিজকে বিচার করে। কথায় কথায় বলে হাতে একদম সময় নেই। অফিসের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। কাজের খুব চাপ। এত বড় কোম্পানীটা আমাকেই সামলাতে হয়। ম্যানেজার তো শুধু ঘুরে বেড়ায়।

ওরা থ হয়ে নিলার কথা শোনে।

বাদলের সাথে নিলার দেখা হয় কম। বাদল যখন রাত একটা দুটায় কাজশেষে ঘরে ফিরে নিলা তখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরে ফিরে বাদল কোনদিন কিছু খায় কোনদিন না খেয়েই নিজকে বিছানায় এলিয়ে দেয়। সকালে নিলা যখন কাজে যায় তখন বাদল অঘোর ঘুমে অচেতন থাকে। নিলার ছুটির দিনে কখনও বাদলের সাথে কিছক্ষনের জন্য হযত কথা হয়। নিলা থাকে ব্যস্ত। টেলিফোনে। ঘন্টার পর ঘন্টা চলে কথা। কোন কোন সময় হাসিতে উছলে উঠে। নিলা যে এত জোড়ে হাসতে পারে তা বাদলের জানা ছিলনা। একসময় যখন ফোন ছেড়ে দিয়ে বাদলের সামনে আসে তখন দেখা যায় তার চোখে মুখে এখনও হাসির ঝলক লেগে আছে। কিন্তু বাদলের সাথে যখন কথা শুরু করে তখন মুখের ভাব বদলে যায়। খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলে।

একদিন দুজনের কথা হচ্ছিল। বাদল বলল, তোমার সাথে তো আমার দেখাই হয়না। তোমার কাজ কেমন চলছে? কাজ করতে ভাল লাগে? নাকি এখনও মনস্থির করতে পারনি। আমার মনে হয় অমির জন্য তোমার ঘরে থাকা প্রয়োজন। আর কতদিন নিতুর কাছে রাখবে? ওরও তো আদর স্নেহের প্রয়োজন আছে। আমার টাকায় তো আমরা অনায়াসে চলতে পারি। তোমার কাজের প্রয়োজন নেই। ছেড়ে দাও কাজটা।

এমন একটা ভাল কাজ পেলে কে ছাড়ে? এটা কোন পরিশ্রমের কাজ নয়। কাজ করতে আমার বেশ ভাল লাগে। তোমার কাজের চেয়ে এটা অনেক ভাল। কাজ ছাড়ার কথা ভাবছিনা।

তাহলে অমির কি হবে? কতদিন নিতুর কাছে রাখা যাবে?

যতদিন পারা যায় ততদিন থাকবে। অসুবিধা হলে অন্য চিন্তা করা যাবে। বেবি সিটারের তো অভাব নেই। তখন বেবি সিটা রাখা যাবে।

আমারও তো প্রয়োজন। কাজ থেকে এসে তোমাকে না দেখলে যে ভাল লাগেনা। কাজে যাবার সময় দেখি তুমি নেই, এসে দেখি ঘুমে। তোমার দেখা পাইনা।

যতটুকু দেখা হয় তাতেই চলবে। সব সময় দেখা হলে টান থাকে না।

ঘরের কাজকর্মও ঠিকভাবে চলেনা। তুমি ঘরে থাকলে সব ঠিকঠাকভাবে চলবে। সবকিছুই একটা নিয়মের ভেতর চলবে।

এদেশে মেয়েরা ঘরে বসে থাকেনা। সবাই কাজ করে। পুরুষরাও সব কাজ করে। কেউ আবার হাউজ হাসবেন্ড। ঘর সামলায়। আমাকেই ঘর সামলাতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক না। খুব অসুবিধা তো হচ্ছেনা।

তুমি কত টাকা বেতন পাও? সে টাকাটা আমি তোমার হাতে দিয়ে দিব। তবু কাজ ছেড়ে দাও।

কারও বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করা অসুন্দর।

তাই নাকি? অনেক কিছু তো শিখে ফেলেছ!

হ্যা, শিখতে হয়। একটা অফিস চালাতে গেলে অনেক কিছুই জানতে হয়। অনেক কিছুই শিখতে হয়।

তাহলে কাজ ছাড়ছ না?

না, আপাতত না। পরে দেখা যাবে।

ঠিক আছে, তোমার যা ভাল লাগে তাই করো।

-বার-

নিলার কাজ থেকে ফিরতে দেরি হয় মাঝে মাঝে। যেদিন দেরি হয় সেদিন নিতুকে ফোন করে বলে অমির দিকে খেয়াল রাখতে। কাজের খুব চাপ তাই দেরি হচ্ছে। অফিসের সবাই চলে যায়। শুধু আসলাম আর নিলা অফিসের সব কাজ শেষ করে তবে বাড়ী যায়। তাদের এই দেরি করাটা ফ্যাক্টরির অনেকের নজরে পড়েছে। অনেক কানাঘুষা চলছে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারেনা। কয়েকজন বাঙালি মহিলাও আছে। নিলা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকে।

আসলাম অবিবাহিত। অফিস শেষে তার করার কিছু থাকেনা। নিলাকে বলল, তুমি বাসে যাও কেন? আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। সেভাবেই চলল। আসলাম নামিয়ে দিয়ে যায়। এই নামিয়ে দিয়ে যাওয়া এখন রুটিনে দাড়িয়েছে। কিছুদিন পর আসলাম বলল, তুমি সকালে কয়টায় বেরোও?

আটটায়।

এক ঘন্টা তো অনেক সময়। ঠিক আছে আমি আসার সময় তোমাকে পিক করব। বাসে আসার প্রয়োজন নেই। আসলামের নতুন লেক্সাস গাড়ী। এখন নিলা গাড়ীতে করে কাজে যায় এবং গাড়ীতেই ফিরে।

আস্তে আস্তে এই দেরি করাটা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাড়াল। নিলা দেরীতে ফেরে আর নিতু তার ছেলে বেবি সিটিং করে। একদিন নিতু বলল, চাচী, আপনার অফিসের এত কাজের চাপ। কাজটা ছেড়ে দিলে কি হয়? চাচা এখন ভাল বেতন পায়। আপনার তো কাজের প্রয়োজন নেই। দেখুন না অমি আপনাকে দেখলে কেমন করে। মা ছাড়া ও থাকতে চায়না। জয় আছে বলে আমার তেমন কোন অসুবিধা হয় না রাখতে। কিন্তু সে ত আপনাকেও পায়না, চাচাকেও পায়না কাছে। চাচার সাথে তো তার দেখাই হয়না। আমি হলে কিন্তু কাজ ছেড়ে দিতাম।

এমন একটা ভাল কাজ ছাড়তে চাইনা। ছাড়লে আর এমন ভাল কাজ পাওয়া যাবেনা। তাছাড়া তারা আমাকে কাজ শিখিয়েছে। ছাড়ি কি করে?

একদিন রাত নয়টায় নিতু দেখল নিলা লেক্সাস গাড়ী থেকে নামল। উপর থেকে গাড়ীর ড্রাইভারকে দেখতে পায়নি। নিতুর অজান্তেই সে নিলার আসা যাওয়ার দিকে দৃষ্টি রাখতে শুরু করল। দেখল গাড়ীটা সকালেও আসে, নিলা উঠে চলে যায়, রাতে ফেরে। এটাই এখন নিয়মে দাড়িয়েছে। বাদল আসে রাত করে। নিলা কখন ঘরে ফিরে বাদল জানেনা। কিন্তু নিতুর মনে অনেক প্রশ্ন ঘোরপাক খেতে লাগল।

তার কিছুদিন পর সকালে পলাশ দেখল চাচি একটা লেক্সাস গাড়ীতে উঠে গেল। রাতে নিতুকে জিজ্ঞেস করল, চাচি কি গাড়ীতে করে কাজে যায়? দেখলাম একটা লেক্সাস গাড়ীতে উঠে গেল।

আমিও দেখেছি সেই গাড়ীতে করে কাজ থেকে ফিরতে। জানিনা তো, কার গাড়ী। হয়ত বা অফিসের গাড়ী হবে।

সেদিন কথা প্রসঙ্গে নিতু জিজ্ঞেস করল, চাচি তো এখন বড় চাকরি করেন। যারা বস্ তারা তো অফিসের গাড়ী পায়। আপনি পাবেন না?

না, আমার চাকরি এত বড় না। আমি তো ম্যানেজারের সহকারি। গাড়ি পাব কি করে? আর পেলেই বা কি। আমি তো ড্রাইভ করতে জানিনা।

ড্রাইভিং শিখতে আর কি! দুমাসের মধ্যেই লাইসেন্স পাওয়া যায়। হাসি আপাওতো লাইসেন্স পেয়ে গেছে। এখন সে নিজেই ড্রাইভ করবে। আপনিও তো নিতে পারেন। তাতে সময় অনেক বেচে যাবে। অমিকে নিয়ে ঘুরতে পারবেন। দেশে তো আপনাদের গাড়ি ছিল, এখানে নেই বলে অমির মনটা ভাল থাকে না। গাড়ি দেখলে তাকিয়ে থাকে।

না, এখনও সময় হয়নি। পরে দেখা যাবে।

সবই চলছে। নিলার অফিস চলছে, বাদলের কাজ চলছে। নিতুর বেবি সিটিং চলছে পয়সা ছাড়া। শুধু একটা পরিবর্তন দেখা গেল। নিলা এখন আর লাঞ্চ নিয়ে যায় না। নিলার কাজে দেরি হচ্ছে সর্বদা। ফ্যাক্টরির সব কর্মচারি চলে গেলে আসলামের সাথে ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন মলে, কোনদিন পার্কে, কোন দিন সি বিচে। ঠিক দশটার আগেই বাসায় ফিরে। মলে যেদিন যায় সেদিন অনেককিছু কেনা কাটা করে। দাম দেয় গৌরি সেন আসলাম। নিলার জন্য সব ফ্রি। তার পছন্দের সব জিনিষ কেনা হয়। যেদিন সময় পায় সেদিন শুধু জমিলা ভাবীর সাথে কথা চলতে থাকে। যতক্ষন সময় হাতে থাকে ততক্ষন।

নিলার কেনাকাটা চলছে। প্রসাধনী। নিতু যখন নিলার ঘরে যায় দেখে তার ড্রেসিং টেবিল দামী দামী প্রসাধনীতে ভর্তি। মনে হয় বেতন যা পায় সবই প্রসাধনীতে খরচ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নিলাকে জিজ্ঞেস করে, চাচী এটার দাম কত? কবে কিনলেন? দাম শুনে তার চোখ বড় হয়ে যায়। দু:খ করে বলে, এতদিন এদেশে থেকেও ব্যবহার করতে পারলাম না। মাঝে মাঝে বলে এতসব প্রসাধনী ব্যবহার করবেন কোন্ সময়?

নিলা বলে, সাহস করে কিনলেই হয়। এদেশে হাতের কাছে কতকিছু আছে! কয়টা জিনিষই বা চিনি। মলে গেলে এসব প্রসাধনী দেখে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। যা পছন্দ হয় তাই কিনে নিই। দাম দেখিনা। নিজের সখ না মিটলে টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে। মনের শান্তিই বড় কথা। মন যা চায় তাই করি। দেখনা কয়টা পোষাক কিনেছি। এগুলো লেটেষ্ট মডেল। বলে সে ওয়াড্রবের দরজা খুলে দিল। নিতু দেখল ওয়াড্রব একবারে ঠাসা। কয়েকটা জেকেট, কার্ডিগান, শীতের ওভারকোট মিলে অনেক পোষাক। দেখলেই বুঝা যায় এসব খুব দামী। নিতুর মনটা ছোট হয়ে আসে। এসব সে কোনদিন কিনার চিন্তাও করেনি।

প্রতিদিন অফিসে যাবার আগে কমপক্ষে এক ঘন্টা সময় ব্যয় হয় নিলার। নিজকে সাজায়। মনের মত করে। প্রতিদিন ম্যাচিং করে প্রসাধনীর সাথে পোষাক। এমনভাবে সাজগোজ করে যেন সে কোন একটা সুন্দরি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছে। এসবও নিতুর চোখে পড়েছে।

একদিন হাসি এল নিতুর বাসায়। অনেক গল্প করার পর বলল, কাল আমি ওয়ালমার্টে গিয়েছিলাম। দুজন মানুষের সাথে দেখা হল। আমি আগে অনেক কিছু শুনেছি। বিশ্বাস করিনি। কাল নিজ চোখে দেখে বিশ্বাস করতে হল। যা রটে তা কিছুটা বটে।

নিতু বলল, কার সাথে দেখা হল আর কি রটেছে খুলে বলনা। অত ভনিতা করছ কেন?

দেখেছি তোমার নিলা চাচিকে। কার সাথে দেখেছি জান? ফ্যাক্টরির ম্যানেজার আসলামের সাথে। আমি কাপড় কিনতে গিয়েছিলাম। দাম দিতে যখন কাউন্টারে গেলাম দেখি আসলাম আর নিলা কাউন্টারে দাড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল দুজন। আসলাম জিজ্ঞেস করল, কেমন আছি। আজকাল কি করছি। বললাম, ব্যবসা। জিজ্ঞেস করল, কেমন চলছে ব্যবসা। নিলা শুধু একটা কথাই বলল, ভাল আছেন তো? দেখলাম নিলা ভাবী বেশ কিছু জিনিষ নিয়েছে। দাম দিল আসলাম।

তাই!

হ্যা, নিজ চোখে তো দেখলাম। অবিশ্বাস করি কি করে? আগেও অনেক কথা শুনেছি। সেই ফ্যাক্টরিতে রুবিনা ভাবী কাজ করে অনেক দিন থেকে। তুমি তো কয়েকবার আমার বাসায় দেখেছ। সেই ভাবিই বলছিল, নতুন একজন বাঙালি মহিলা যোগ দিয়েছে। ম্যানেজার তার জন্য হৃদয়ের সবকিছু খুলে দিয়েছে। কয়েকদিনের মাঝেই তাকে সহকারি করে নিয়েছে। আমি নাম জিজ্ঞেস করায় বলল, নিলা। নিলা ভাবীকে আমি যে চিনি তা বলিনি। অনেক কথাই বলল। প্রতিদিন সবাই চলে গেলে তারা দুজনে অফিসে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত। তাদেরকে এক সাথে বাইরেও দেখেছে কয়েকজন। তারা লাঞ্চ করে এক সাথে। প্রায়ই হোটেল থেকে আসে লাঞ্চ। এসব নিয়ে ফ্যাক্টরিতে অনেক মুখরোচক কথা চালু আছে।

সব শুনে নিতু ভাবতে বসল। সে নিজেও তো দেখেছে গাড়ীতে করে আসতে যেতে। পলাশ দেখেছে আসতে। বেচারা বাদল চাচা! উনি তো কিছুই জানেন না। এখন কি করা যায়! মানুষ কত কিছু চায়! পাওয়ার শেষ হয়না। আরও সুখ আনন্দ চাই। আনন্দে ভাসিয়ে দিতে চায় নিজকে। এখন চাচাকে কিভাবে কথাটা বলা যায় সে ভেবে পায় না। সে পলাশের সাথে আলোচনা করল। পলাশ বলল, গাড়ীতে করে অফিসে আসাযাওয়া করলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায় না। এটা হয়ত আমাদের মনের ভাবনা বা মানসিকতা। এটা এমন কিছু খারাপ আমি মনে করি না।

কিন্তু আমি যে দেখলাম চাচির পিঠে হাত রেখে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করল লোকটা! তুমি কি মনে কর এটা কোন খারাপ লক্ষন নয়?

পিঠে হাত রাখতে তুমি দেখেছ?

হ্যা, আমি নিজ চোখে দেখেছি!

তাহলে তো এটা নিয়ে ভাবতে হয়। কি হতে পারে? চাচীর মত এমন সরল সোজা মহিলা কি এমন পথে পা বাড়াবে? আমার তো মনে হয় না।

এসব ব্যাপারে সরল সোজারাই বেশি পারদর্শী। যারা কম কথা বলে তারা কাজ বেশি করে। অনেক সময় অদ্ভুত কাজ করে বসে। এমন অনেক দেখেছি। এই যে দেখ না সামসু ভাইর মেয়েটা। ঘরে সারাদিন দুএকটা কথা বলত। এমন ঠান্ডা মেজাজের মেয়ে আর হয় না। যেন মাছটা উল্টে খেতে জানে না। সবকিছুতেই ধীর স্থির। তাকে নিয়ে সামসু ভাইর অনেক গর্ব ছিল। সেই কিনা হঠাৎ চলে গেল একটা পাকিস্তানি ছেলের সাথে। তারা কেউ বুঝতেও পারল না। একজন পর পুরুষ কখন গায়ে হাত রাখতে পারে? তার সাথে হাত রাখার সম্পর্ক হলেই পারে, না হয় হাত রাখার সাহসই পাবে না। বন্ধুত্ব হলে গায়ে হাত রাখার প্রয়োজন পড়ে না। আর হাতটা রাখার প্রয়োজন ছিল কিনা তাও দেখতে হবে। একজন

সুস্থ মানুষ যখন গাড়ীতে উঠে তখন তাকে পিঠে হাত দিয়ে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করতে হয় না। বড়জোড় গাড়ীর দরজা খুলে দিতে পারে। হাতটা কিভাবে রাখল তাও দেখতে হবে!

তোমার কি মনে হয়?

আমার তো মনে হয় চাচী অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এখন প্রায় প্রতিদিনই দেরি করে ফিরে। জিজ্ঞেস করলে বলে অফিসে অনেক কাজ। ওভার টাইম করতে হয়। আর ওদিকে ফ্যাক্টরীতে তাকে নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা, অনেক মুখরোচক গল্প হয়। এখন আর আগের মত চাচি কথা বলে না। সব ব্যস্থতার ভান করে। আমাদের সবাইকে এড়িয়ে চলে। ফোন করলে বলে, অনেক ব্যস্থ। পওে কথা বলবে। আসলে বাংগালির কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যই এমন ভাব দেখায়। আজ হাসি এসেছিল। সে নিজেও দেখেছে ম্যানেজারের সাথে মলে কেনাকাটা করতে। জিনিষের দাম দিয়েছে ম্যানেজার। তারপরও কি তুমি এটাকে কিছুই না বলতে চাও?

তাহলে তো আমার বলার কিছু নেই।

এখন ভাবছি চাচাকে কথাটা কিভাবে বলা যায়!

দেখ তুমি কিভাবে বলবে, আর বললে কি বলবে। এর ভাল খারাপ দুদিক ভেবে দেখ।

-তের-

বাদলের ফ্লু হয়েছে। কয়েকদিন হয়ে গেল। কিন্ত কাজ বাদ দেয়নি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অনুভব করল তার খুব বেশি জ্বর। কাজ করার অবস্থা নেই। তাই কাজের জায়গায় ফোন করে দিল। নিলা সকালেই চলে গেছে অমিকে স্কুলে পাঠিয়ে। বাদল প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে এগারটার দিকে। কিছু খেয়ে বারটার দিকে চলে যায় কাজে। ফেরে রাত বারটার পর। এসে দেখে নিলা অঘোরে ঘুমায়। তাকে ডাকতে ইচ্ছে হয় না। নিলার ঘুমন্ত মুখ দেখেই সে ঘুমিয়ে পরে। এটাই নিয়মে দাড়িয়ে গেছে। নিলা কখন ফিরে তা সে জানে না।

আজও এগারটার দিকে ঘুম ভাঙল। বাদল বেড়িয়ে পড়ল ডাক্তারের কাছে। সেখান থেকে ফিরে এল বেলা চারটায়। ফ্রিজ খুলে দেখল খাবার কিছু আছে কিনা। দেখল এমন কিছুই নেই। একটা পাত্রে কিছু বাসি তরকারি। দুটা ডিম পোজ করে এক টুকরা রুটি খেয়ে টিভিটা খুলে দিল। আশায় রইল কখন পাচটা বাজবে, নিলা ফিরবে।

পাঁচটা বেজে গেল, ছয়টা বাজল, সাতটা, আটটা, নয়টা বেজে গেল। নিলা ফিরলনা। বাদল নিলার অফিসের নাম্বার জানে না। কি করবে ভাবছে। সে আবুলের বাসায় কল করল। জমিলা ভাবীর সাথে কথা হল। জিজ্ঞেস করল নিলা ওখানে কিনা। বলল, না আজ আসেনি। রাত নয়টার দিকে নিলা ফিরল।

বাদলকে ঘরে দেখে নিলা খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, এই অসময়ে ঘরে?

বাদল বলল, আমি তো আজ কাজেই যাইনি। শরীরটা খুব খারাপ, জ্বরে পুরে যাচ্ছে। তোমার এত দেরী হল যে!

আর বলোনা! গিয়েছিলাম মলে সামান্য কেনাকাটা করব বলে। মলে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে নয়টা বেজে গেল খেয়াল করিনি। তারপর সাবওয়েতে দেরি। কোথায় যেন লাইন খারাপ হয়েছে। সেখানে পনর বিশ মিনিট দেরি। তো খাওয়াদাওয়া কি করলে?

ডিম রুটি খেয়েছি। আর একবার চা বিস্কুট। তোমার সাথে কি আর কেউ ছিল?

না, একাই গেলাম। চারটা ভাত রান্না করে নিলেই পারতে। ফ্রিজে তো তরকারি আছেই। আমি আগে ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে আসি বলে নিলা রান্নাঘরে চলে গেল।

নিলা ব্যস্থ। ঘরে বাইরে। সব সময়। শুধু অমির জন্য নিতুর সাথে যোগাযোগ রাখে। ভাত চড়িয়ে দিয়ে এসে নিতুকে ফোন করল। অমি কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

না, এখনও ঘুমায়নি। ওরা গেইম খেলছে।

আচ্ছা, আমি আসছি। ওকে রেডি হতে বল। নিলা বেড়িয়ে গেল অমিকে আনতে। কয়েক মিনিট পর অমিকে নিয়ে ফিরল। অমি বাদলকে দেখে শুধু ছুটির দিন। আজ বাদলকে দেখে খুশিতে নেচে উঠল। বলল, আজ আমি বাবার সাথে ঘুমাব। বলে বাদলের গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। নিলা বলল, কিছু খেয়ে নে।

আমি তো খেয়ে এসেছি। আর খাবনা।

খাওয়াদাওয়ার পর নিলা বিছানায় এসেই বলল, ঘুমে চোখে কিছু দেখছিনা। এখন চুপচাপ ঘুমাতে হবে।

বাদল একটু চুপ করে থেকে বলল, অমির অবস্থাটা দেখেছ? আমাদেরকে পেয়ে তার কি আনন্দ! সে একদম একা হয়ে গেছে! তুমি যদি কাজ না ছাড় তাহলে আমি ছেড়ে দেই, কি বল?

কোন প্রয়োজন নেই। সবাই বাচ্চাদের বেবি সিটারের কাছে রাখে। মিতুর ওখানে অসুবিধা হলে বেবি সিটার রাখলেই চলবে। কাজ ছাড়ার প্রয়োজন নেই। যেমন চলছে তেমনি চলুক। বলে নিলা এক পাশে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাদল ঘুমাতে চেষ্টা করল। ঘুম আসেনা। মাথায় সব ভাবনা এসে ভর করেছে। নিলাকে নিয়ে ভাবল অনেক। নিলা কি বদলে গেছে! সে আজ কাজে যায়নি তা শুনে নিলা তার কপালে একবার হাত দিয়েও দেখেনি জ্বর কত! এমন তো হয়না! বাদলের অসুখ হলে নিলার ব্যস্থতা বেড়ে যায়। অথচ এই হাতের স্পর্শের জন্য সারাটা দিন অপেক্ষায় ছিল। আবার ভাবল, সেও তো ক্লান্ত। সারাদিন কাজশেষে ঘরে ফিরে আর একজনের খোজ নেয়া হয়ে উঠেনা। হয়ত বা সে ভুলে গেছে। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

দশটার দিকে বাদলের ঘুম ভাঙল। নিলা কখন চলে গেছে। তার কিছু খেতে ইচ্ছে হল। মাইক্রোওভেনে পানি গরম করে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট খেয়ে শুয়ে রইল। অনেক চেষ্টার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। বেলা তিনটার পর ঘুম ভাঙল। সে নিতুকে ফোন করে বলল, আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা। আজ আমি বাসায় আছি। অমি স্কুল থেকে ফিরলে পাঠিয়ে দিও।

আজ নিতুর ছুটি। সপ্তাহে দুদিন ছুটি করে। বুধ আর রবিবার। ঘন্টাখানেক পর নিতু অমিকে নিয়ে বাসায় এল। বাদলের চেহারা দেখে মনে হল অনেকদিন থেকে অসুস্থ। জিজ্ঞেস করল, কয়দিন যাবত আপনার অসুখ, কাকা?

এই তো দু' দিন হল।

আমাকে খবর দেননি কেন? সকালে এসেই আপনাকে কিছু দিয়ে যেতাম। এখন চা খাবেন?

হলে তো ভালই হয়।

নিতু চা তৈরি করে দুপিস রুটি আর দুটো ডিম পোস করে বাদলকে দিল। বাদল খাচ্ছে আর নিতু বাদলের দিকে তাকিয়ে আছে। এক সময় বাদল জিজ্ঞেস করল, কিরে নিতু, তুই আমার দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?

একটা কথা বলব বলে অনেকদিন থেকে ভাবছি চাচা। কি মনে করেন ভেবে বলার সাহস পাচ্ছিনা।

তুই তো আমার মেয়ে। বাপকে কিছু বলতে মেয়ের আবার ভাবনার কি আছে? কি বলার আছে তুই নির্ভয়ে বলতে পারিস।

এখন তো আপনার বেতনেই আপনাদের খুব ভালভাবে চলে যায় তাই না?

হ্যা, তোর চাচি কত বেতন পায়, টাকা কোথায় আমি তো আজও জিজ্ঞেস করিনি। আমার বেতন দিয়ে সবকিছু চলে যায় এমন কি কিছু সঞ্চয়ও থাকে। আসল কাটা কি বল।

চাচিকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলুন। আমি আর অমিকে রাখতে পারছিনা। সব সময় জয়ের সাথে ঝগড়া করে। আর কাঁদে। মাকে ছাড়া ও আর থাকতে চায়না। নিজকে একা ভাবে। তার তো মায়ের আদরের প্রয়োজন আছে।

আমিও ভাবছি সে কথা। তোমার চাচির সাথে কথা হয়েছে। কিন্তু সে কাজ ছাড়তে রাজি নয়।

অথচ একদিন চাচি কাজের ভয়ে কত কান্নাকাটি করল। কত বুঝিয়ে কাজ করতে রাজি করালাম। আর আজ ছাড়তে বললেও ছাড়েনা। পথ পেয়ে গেলেই মানুষের লোভ বেড়ে যায়। চাওয়ার শেষ হয়না। একটার পর একটা চাওয়া বাড়তেই থাকে। আপনি শক্ত হোন। জোড় করে কাজ ছাড়িয়ে দিন। আপনার টাকার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে দেশে চলে যান। আপনার চাকরি এখনও আছে। আপনাকে আমি ছোট বেলা থেকে চিনি। সরল সোজা মানুষ। আমার মনে হয় বিদেশ আপনার জন্য নয়। আপনাকে ঠকানো একদম সোজা। আমি জানি টাকা পয়সা ছাড়াও মানুষ আপনাকে অনেক দিক দিয়ে ঠকায়।

নিতুর কথাগুলোতে একটা জোড় ছিল, একটা দাবীর সুর ছিল। বাদল নিতুর মুখের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে তার কথাগুলো মনে মনে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল। বলল, দেখি আবার কথা বলব তোমার চাচির সাথে। অমির একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ও একা হয়ে গেছে।

শুধু ভাবলে চলবে না। আপনাকে শক্ত হতে হবে।

-চৌদ্দ-

ইচ্ছে করলেই শক্ত হওয়া যায়না। এদেশ ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ, নারী স্বাধীনতার দেশ. বাক স্বাধীনতার দেশ। এখানে সন্তান আঠার হলেই হয়ে যায় স্বাধীন। তাদের ইচ্ছেমত চলে। পিতামাতার শাসন চলে না। চলে অনুরোধ। নিজের সন্তানের অসুন্দর অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য শাসন নয়, শুধু অনুরোধ। স্বামী বা স্ত্রী লাগামহীন জীবন যাপন করলে একজন আর একজনকে শাসন করার, বা জোর খাটাবার কিছু থাকেনা। শুধুই অনুরোধ। প্রতাপশালি স্বামী এখানে হয়ে যায় কুজো বেড়াল। অসহায়, দুর্বল। এখানে হাত বাড়ালেই সব মিলে। কে কোন্ দিকে হাত বাড়াবে তা নির্ভর করে পরিবেশ আর ব্যক্তির রুচিবোধের উপর। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে শত সহস্র বছর ধরে নারীরা নিপীড়িত, নির্যাতিত। ছক বাধা জীবনের বাইরে জীবন কেমন তা শুধু কল্পনায় দেখেছে। সেই কল্পনা যখন বাস্তব হয়ে হাতের মুঠোয় আসে তখন তা উপভোগ করার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারে নারী স্বাধীনতার আইনের প্রতিটিা ধারা উপধারা। যখন বুঝতে পারে এই স্বাধীনতা ভোগ উপভোগ করতে বাধা নেই, তখন পাখীর মত ডানা খুলে উড়তে থাকে আকাশের যত্র তত্র। স্বাধীনতার শেষ নির্যাসটুকু পান করে নিজকে তৃপ্ত করে। কারও অল্পেতে তৃপ্তি হয়না, আরও চাই। অতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে উড়তে উড়তে কখনও পাখা ভেঙ্গে ভুপতিত হয়। তাদের আর উড়ার কোন উপায় থাকেনা।

বাদল নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসি। দেশে থাকতেই সে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদির দলে। নিলার স্বাধীনতায় সে কোন দিন হাত দেয়নি। বরং নিলাকে শিখিয়েছে কিভাবে নারী দেশের কাজে লাগবে, সমাজের কাজে নিয়োজিত করবে, নিজের পরিবারকে আদর্শ পরিবার করে গড়বে। এদেশে আসার

আগেই সে জানত এটা নারী স্বাধীনতার দেশ। সে স্বাধীনতা কতটুকু তাও জানত। তাই সে এখানে আসার পর নিলাকে শুধু এগিয়ে যেতেই সাহায্য করেছে। তার রোজগারের টাকা কোথায়, কত টাকা, তা দিয়ে কি করে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। আজ কিছু জিজ্ঞেস করবে ভাবছে। কাজ ছেড়ে দিতে তাকে চাপ দিবে।

নিলা ফিরল রাত আটটায়। কোন কথা না বলে হাতের বেগটা টেবিলে রাখল। তারপর একটা তোয়ালে নিয়ে সোজা বাথ রুমে চলে গেল। বেশ সময় নিয়ে গোসল সেরে নিলা বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, সারাদিন কি খেলে?

নিতু এসেছিল। ডিম রুটি করে দিয়েছিল সকালে। দুপুরে খাবার দিয়ে গেছে। এখন কিছুই খাইনি। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এত দেরী হল কেন?

কাজ শেষ করতেই দেরি হয়ে যায়। হিসাব না মিললেই দেরি হয়। আজ প্রডাক্সনের সব জিনিষ মিলাতে একটা একটা করে আইটেম চেক করতে হয়েছে। ওভার টাইম করতে হয়। চাকরি করলে ওভারটাইমও করতে হবে।

তোমার তো দেখছি প্রতিদিনই দেরি হয়। প্রতিদিনই ওভারটাইম কর? তোমাকে বলছিলাম কাজ ছেড়ে দিতে। অমির খুব অসুবিধা হচ্ছে। নিতু আর রাখতে পারছেনা। কাল থেকে কাজে যাবার দরকার নেই। একটা কল করে দাও, তুমি অসুস্থ বলে দাও।

বললেই কাজ ছাড়া যায়! ওদেরকে সময় দিতে হবে, আমার জায়গায় একটা লোক নিতে হবে, সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়া যাবে।

তা কত দিন লাগবে মনে হয়?

এই ধর দু'তিন সপ্তাহ।

আমি কালও কাজে যাব না। তোমারও যাবার দরকার নেই। দুজনে ঘরে থাকব সারাদিন। এক সাথে তো সময় কাটাইনা অনেক দিন। কাল তোমার ছুটি। দুজনে মিলে রান্না করব। অমি খুব খুশি হবে।

কাল ছুটি নেয়া যাবেনা। অনেক গুলো আইটেম মিলানো হয়নি। কাল সব মিলাতে হবে। তাছাড়া জমিলা ভাবীর সাথে কাল মলে যাবার কথা আছে। তুমি বরং ঘরে থাক। অমি তোমাকে পেলেই বেশি খুশি হয়। এখন যাই, কিছু খাবারের ব্যবস্থা করি, বলে রান্নাঘরে চলে গেল।

বাদল আর কোন কথা বলল না। কি করবে ভেবে পায়না। খাওয়া দাওয়ার পর নিলা বিছানায় এল। শুবার সাথে সাথে নিলা অঘোর ঘুমে তলিয়ে গেল।

বাদলের চোখে ঘুম নেই। নিতুর কথাগুলো তার কানে বাজছে। ...দরকার হলে দেশে চলে যান ... আপনাকে ঠকানো একদম সোজা ..। এসব চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই।

সকালে নিলা কাজে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাদল বলল, আজ তোমার অফিসকে বলে দিও, তুমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ। লিখিত পদত্যাগ দিয়ে দাও। তুমি যদি বল, আমি ড্রাফট করে দেই।

তা দরকার হবেনা। নিজেই পারব। বলে বেরিয়ে গেল।

-পনের-

বাদল সারাদিন অধির আগ্রহে অপেক্ষা করেছে নিলা কখন ফিরবে। নিশ্চয়ই সে তার কাজে ইস্তফা দিয়েছে, আর মাত্র দু সপ্তাহ, তারপর নিলা সারাদিন ঘরে থাকবে, অমি খুব খুশি থাকবে, বাদল কাজ করবে,আবার তারা আগের জীবনে ফিরে যাবে। এমন সব কত চিন্তা। সন্ধ্যার দিকে নিতু খাবার দিয়ে

গেছে। বাদলের পছন্দের মাংশ বুনা। আজ সেই লোভনীয় মাংশও তার ভাল লাগেনি। অদ্ভুত সব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

রাত সাড়ে আটটার দিকে বেল টিপতেই বাদল খুলে দিল। একি! এ কোন্ নিলা! তার সেই পিঠ ছড়ানো চুল কই? বাদল হা করে তাকিয়ে রইল নিলার দিকে। তুমি চুল কেটে ফেলেছ?

হ্যা, জমিলা ভাবী নিয়ে গিয়েছিল পার্লারে। এই স্টাইলটা নাকি আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখ তো।

তোমার জমিলা ভাবী তো নিজের চুলগুলো পুরুষের ছাট দিয়েছে। পেছন থেকে বুঝা যায় না পুরুষ না মহিলা। তুমি চুল কাটবে, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করাও প্রয়োজন মনে করনি?

এটা আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে? আমার নিজের পছন্দ আছে না? আর সবকিছুই কি জিজ্ঞেস করে করতে হবে নাকি?

হ্যা, পছন্দ তো সবারই আছে। তোমার আছে আমারও আছে। তোমাকে যা দিয়ে সুন্দর লাগবে তা বলব আমি, আর আমাকে যা দিয়ে সুন্দর দেখাবে তা ঠিক করবে তুমি। তবেই না সুন্দর সুত্যিকারভাবে ফুটে উঠবে। তুমি চুল কেটেছ ভাল কথা, কত রকমের ষ্টাইলই তো আছে। ঘাড়ের উপর পর্যন্ত না কাটলেও তো বোধ হয় অন্য রকম ষ্টাইল হত, তাতে সত্যিই সুন্দর দেখাত। এখন তোমাকে একটা লেজ কাটা বানরের মত দেখায়।

হঠাৎ রনমুর্তি ধারন করে নিলা গলা চড়িয়ে বলে উঠল, কি! আমাকে বানরের মত দেখায়? তোমার কোন রুচি নেই! ঠিক করেছি, চুল কেটেছি। দরকার হলে আরও ছোট করে ফেলব, তাতে কার কি!

তাদের দাম্পত্যজীবন শুরু হয়েছে আজ আট বছর। কোন দিন কেউ কারও সাথে চড়া গলায় কথা বলেনি। এই প্রথম বাদল দেখল এ এক অন্য নিলা। যার সাথে তার কোন পরিচয় নেই।

হঠাৎ তুমি চটে গেলে কেন? বললে আমি নিজেই নিয়ে যেতাম। বাংলাদেশে থাকতে আমি তোমাকে জোর করে পার্লারে নিয়ে যাইনি? আমারও কি ইচ্ছে হয় না তোমার সুন্দর চুলগুলি আরও সুন্দর দেখাক? যে ষ্টাইল করলে নিজকে অসুন্দর দেখায় সে ষ্টাইলে প্রয়োজন নেই।

সুন্দরের তুমি কি বুঝ? আজ পর্যন্ত তুমি আমার কোন প্রশংসা করেছ?

মুখে প্রশংসা না করেও কি তা প্রকাশ করা যায়না? আমি যখন অপলক দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন কি বুঝা যায় না আমি তোমার রূপে মুগ্ধ?

এসব কথার কথা। আসলে তুমি আমার কোন কাজেই খুশি নও। তাই আমি চুলের ফ্যাশন করেছি তা তোমার সহ্য হয় না। তুমি চাও তোমার ইচ্ছেমত চলি। আমার নিজের পছন্দের কোন মূল্য নেই।

ইদানিং দেখছি তোমার অনেক কিছুই পছন্দ হয়। তুমি কাজ করতেই চাওনি। আর এখন দেখছি কাজ তোমার খুব পছন্দ। ছাড়তে বললেও ছাড় না। তুমি কোনদিন বাইরে এত সময় কাটাওনি। এখন প্রায় প্রতিদিন তোমার দেরি হয়। মনে হয় সমস্ত কোম্পানীর দায়ীত্বটা তোমার মাথায়। আজকে আমি যার সাথে কথা বলছি মনে হয় সেই নিলা আর নেই। অন্য কোন নিলা। এখন দেখছি তোমার পছন্দেই আমাকে চলতে হবে।

আমার পছন্দে তুমি চলবে কেন? তোমার পছন্দে তুমি চলবে, আমার পছন্দে আমি। আমি নিজের পায়ে দাড়াই তা তুমি চাওনা। না হয় কাজ ছেড়ে দিতে বলতে না। এদেশে সবাই স্বাবলম্বী। অন্যের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকেনা। সব পরিবারেই স্বামী স্ত্রী কাজ করে। তাদেরও ছেলেমেয়ে আছে। অনেকেই বেবী সিটারের কাছে রাখে। নিতু অমিকে রাখতে না পারলে একজন বেবী সিটারের কাছে রাখা যায়। আমার কাজ ছাড়ার প্রয়োজন হয় না।

সে কথা আমি বুঝি। যে পরিবারে একজনের রোজগারে সংসার চলেনা তারাই দুজনে কাজ করে। বাধ্য হয়ে অন্যের কাছে মানে বেবী সিটারের কাছে রাখে। তাছাড়া সংসারের শান্তি রক্ষাটাই বড় কথা। শান্তি থাকলেই সুখ আসে। একজনের কোন কাজে যদি সংসারে অশান্তি আনে তাহলে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। তাহলেই শান্তি বজায় থাকবে। সেটা আমার বেলায় হোক আর তোমার বেলায় হোক।

আমার কোন্ কাজে অশান্তি এলো আবার! চুল কেটেছি বলে অশান্তি এলো?

চুল কাটার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাতে অশান্তি আসেনা, আসে পছন্দ অপছন্দের কথা। যাদের ভালো লাগে তারা দেখবে, ভাল না লাগলে মুখি ফিরিয়ে নিবে। তাতে কারও কিছু বলার থাকে না। শুধু রুচির পরিচয় হয়।

আমার রুচির সাথে সবাইর রুচি মিলবে এমন কোন কথা নেই। নিজের খুশিটাই বড় কথা।

তোমার মেজাজটা ভাল আছে বলে মনে হয় না। এমন চড়া সুরে তুমি আমার সাথে কোনদিন কথা বলনি। আজ আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। এখানেই বন্ধ কর।

বাদল আর কথা বাড়ায়নি।

একই বিছানায় যেন পৃথিবীর দু গোলার্ধে দুজনে পিঠ ফিরিয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুখে দুখের কথা ভাবতে ভাবতে নিলা ঘুমিয়ে পড়ল।

বাদল জেগে জেগে জীবনের হিসাব মিলাতে চেষ্টা করছে। 'কি পাইনি আর কি চাইনি তার হিসাব মিলাতে .. '। মিলছে না! তার কোন হিসাবই মিলছে না। নিজকে নিজে অনেক প্রশ্ন করছে, উত্তর যা পায় তাতে নিজেই সন্তুষ্ট নয়। দেশে তার কিসের অভাব ছিল? কিসের সন্ধানে সে সব কিছু ছেড়ে পরবাসে পাড়ি দিয়েছে? এখানে সুখ কোথায়? কিসে? তার এত বছরের এত সব লেখাপড়া, তার কোন দামই রইল না। তার সাথে আর যারা কাজ করে তাদের কেউ কেউ লেখাপড়া কিছুই জানে না। এখন যে কাজটা করে তার জন্য কোন লেখা পড়ার প্রয়োজন হয়না। এমন পরিশ্রমের কাজ সে কতদিন করতে পারবে? পরবাস কি সব বাঙালির জন্যই কল্যানকর? ফিরে যাবার পথ কি খোলা নেই? নিলার ব্যবহারে সে আশ্চর্য হয়েছে। এ ত সেই নিলা নয়। সে অনেক কিছুই শিখেছে। যা কিছু শিখেছে তা কি পরিবারের জন্য কল্যান বয়ে আনবে? যে শিক্ষা কল্যান বয়ে আনে না সে শিক্ষার প্রয়োজন কি? নিলা বদলে গেছে। এর মূলে বাদল নিজকেই দায়ী মনে করছে। নিলাকে কাজে পাঠিয়ে সে ভুল করেছে কি? আর দশটা পরিবার যা করে সেও তাই করেছে। তাতে ভূল হবে কোথায়? দেখা যাক নিলা কাজটা ছেড়ে দেয় কিনা। এমনি ভাবতে ভাবতে কখন যে সকাল হয়ে গেছে টের পায়নি।

-ষোল-

সকাল হয়েছে টের পেল যখন নিলার তীব্র সুগন্ধি এসে নাকে ধাক্কা দিল। কাজে যাবার জন্য নিলা প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যান্য দিনের মত আজও নিলা ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে, নিজকে পরিপাটি করে সাজিয়ে ঠিক সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খেয়াল করল না বাদল ঘুমিয়ে আছে নাকি জেগে আছে। নিলা বেরিয়ে যাবার পরই বাদল জানালায় দাড়িয়ে দেখল একটা কালো লেক্সাস গাড়ি দাড়িয়ে আছে, নিলা উঠে চলে গেল।

অমি চলে গেছে স্কুলে। এখন বাদল একা। বিছানায় শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে। এক সময় এক কাপ চা তৈরি করে দুটা বিস্কুট খেয়ে আবার শুয়ে রইল। টেলিফোন বাজতেই সে বুঝতে পারল এটা নিতুর ফোন। কখন তিনটা বেজে গেছে সে জানে না। ফোন উঠাতেই ওপাশ থেকে নিতু বলল, কাকা আমি অমিকে নিয়ে আসছি। খাবার খেয়েছেন কিছু? আমি নিয়ে আসছি।

নিতু অমিকে নিয়ে এল। অমি বাদলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আজ আমার হোম ওয়ার্ক নাই।

বাদল নিতুকে জিজ্ঞেস করল, তোর চাচি কি সব সময়ই দেরি করে ফেরে কাজ থেকে?

নিতু বলল, হ্যা, এখন তো প্রতিদিনই দেরি হয়। রাত নয়টার আগে আসে না। এই যে আপনার খাবার দিয়ে গেলাম। খেয়ে নিন। আমি বসতে পারব না। ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে বলে নিতু চলে গেল।

নিতু চলে গেলে বাদলের মাথায় কি সব অদ্ভুদ চিন্তা ঘুরপাক খায়। ঘরে পায়চারি করে। এক সময় চোখ যায় নিলার ড্রেসিং টেবিলের দিকে। একি! মনে হয় একটা প্রসাদনির ষ্টোর! এত সব প্রসাদনী! বাদল এসব প্রসাদনির নামও জানে না। দাম কত তার কোন ধারনা নেই। তবে দেখলে বুঝায় এসব দামী প্রসাদনী। অথচ নিলার এত সব প্রসাদনির দিকে কোন দিনই আকর্ষন ছিল না। একবার তাকে দামী একটা পারফিউম কিনে দিয়েছিল বাদল। নিলা বলেছিল এত দামী জিনিষের প্রয়োজন কি? আর আমি তো এসব খুব ব্যবহার করি না। আজ নিলার ড্রেসিং টেবিল দেখে বাদল বুঝতে পারল নিলার কত পরিবর্তন। কৌতুহলবশত বাদল নিলার ওয়ারড্রব খুলল। সে অবাক হয়ে দেখল নানা রকম পোষাকে ওয়ারড্রব ভর্তি। দেখলেই বুঝা যায় এগুলি সব দামী পোষাক। এত সব পোষাক কিনল কবে! বাদল খেয়াল করে দেখল এত সব নতুন পোষাকের মাঝে নতুন কোন শাড়ী নেই। অথচ শাড়ীই তার প্রিয় পোষাক। ইদানিং নিলাকে শাড়ী পড়তে দেখা যায় না। বাদলের মনে হল নিলার রুচির পরিবর্তন হয়েছে, খরচ বেড়েছে, তাই কাজ ছাড়তে চায় না বোধ হয়।

নিলা ফিরল আটটার পর। ঘরে ঢুকতেই অমি জড়িয়ে ধরল। অমিকে ছাড়িয়ে নিলা কাপড় বদল করে কিছু খাবার গরম করে টেবিলে রেখে বাদলকে ডাকল। অমি খাবে না। দুজনে টেবিলে বসে খাচ্ছে। বাদল জিজ্ঞেস করল,ওভার টাইমটা বাদ দিলে কেমন হয়?

কাজ করলে ওভারটাইম করতে হবে। না হয় কাজ শেষ করা যায় না।

তোমার ড্রেসিং টেবিলের দিকে তো কোনদিন নজর দেইনি। আজ দেখলাম। এ যে একটা প্রসাদনি ষ্টোর করে ফেলেছ! এত সব জিনিষের প্রয়োজন হয়?

প্রয়োজন না হলে কিনব কেন?

আগে তো তুমি কোনদিন এতসব প্রসাদনির দিকে নজর দিতে না। এখন একবারে উল্টো।

মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়। তাই চাহিদারও পরিবর্তন হয়। এতে তো তোমার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

না, আমার অসুবিধা হবে কেন। ওয়ারড্রব দেখলাম নতুন নতুন পোষাকে ভর্তি। মনে হল সবই দামী। এতসব জিনিষ তো আর আমি দিতে পারব না। হয়ত আমার ক্ষমতাও নেই। কাজে কিভাবে যাও?

কেন, বাসে যাই। গাড়ী কিনে দিবে নাকি?

প্রয়োজন হলে দিতেই হবে। তুমি চাইলে তো না করতে পারি না। কিন্তু চালাবে কে? ড্রাইভিং শিখে ফেল। তারপর গাড়ী কিন। এটা কানাডা। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ। যার যেভাবে ভাল লাগে সেভাবেই চলবে।

খোচা দিয়ে কথা বলছ কেন? একটা কিছু নিয়ে লাগার ইচ্ছে হয়েছে, না?

ঝগড়া তো আমি করতে জানি না। কথা বললে যদি ঝগড়া হয়ে যায় তাহলে তো চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই! এখানে অনেক সময় মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে কোন প্রতিকার করতে পারে না। চোখের সামনে অঘটন ঘটে গেলেও না। ব্যক্তি স্বাধীনতার একটা কুফল।

তোমার ব্যক্তি স্বাধীনতা তুমি রাখ। আমার এখন ঘুমাতে হবে। না হয় সকালে উঠতে দেরী হয়ে যায়। বলে নিলা শুয়ে পড়ল।

সকালে নিলা কাজে চলে যাবার পর বাদলের ঘুম ভাঙল। ঘরে অনেকক্ষন পায়চারি করল বাদল। ঘরে মন টিকছে না। কি করবে কিছুই ভেবে পায় না। এক সময় বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। অসুস্থ শরীর নিয়েই আবার কাজে যোগ দিল। কাজে মন বসে না। অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ভুল হতে থাকে। একবারের কাজ বার বার করতে হয়। অজয় লক্ষ করেছে। বলল, তুই সুস্থ না হয়ে কাজে ফিরে এলি কেন। তোর তো ছুটি পাওনা আছেই। বাদল বলেছে ঘরে একা মন বসে না।

রাত বারটার দিকে ঘরে ফিরল বাদল। চব্বিশ ঘন্টা এখন শুধু নিলার চিন্তা। বিছানায় নিলা ঘুমে অচেতন। বাদলের চোখে ঘুম আসেনা। বাদল চেয়ে চেয়ে দেখে। আহ্, কত মায়াবী চেহারা। কত নিরীহ! তার বিশ্বস হয় না নিলা পরকীয়ায় মজেছে! এ তারই নিলা! হয়ত তার মনের ভুল। এক সময় নিলাকে জড়িয়ে ধরতে যায়। হাত ফিরে আসে। কত বার জড়িয়ে ধরতে গিয়ে ফিরে এসেছে বাদল! মনের কোথায় যেন একটা কিন্তু এসে বাধ সাধে। একি ঘৃনা নাকি অন্য কিছু বুঝতে পারেনা বাদল। কিন্তু সে আগের মত নিলাকে আর কাছে টানতে পারে না। এসব ভাবতে ভাবতে তার বিনিদ্র রাত কেটে যায়।

নিলার পাশে এই যে একটা মানুষ শুয়ে থাকে নিলা কোন দিন ঘুমের মাঝেও বাদলের গায়ে হাত রাখে না। আগের মত বাদলকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায় না। এখানে আসার পরও নিলা বাদলকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমাতে পারত না। আজ কতদিন সে বাদলের দিকে একবার ফিরেও দেখে না। এখন বাদলকে জড়িয়ে না ধরেই মনে হয় ভাল ঘুম হয়। শুধু নিলার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে রাত কাটে। নিলাকে নিয়ে তার অতীতের স্মৃতি আর বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখে। কত কল্পনা ছিল বাদলের। নিলা ইদানিং খুব বেশি কথা বলে না। এই না বলাটাই বাদলকে আরও পীড়া দেয়। বাদল কথা বলতে চাইলেও নিলা একটা পুতুলের মত কিছু বলে। আগের মত একটা জিজ্ঞেস করলে হর হর করে বলতে থাকেনা। অকারনে কথা বলেনা।

তীব্র সুগন্ধির গন্ধে বাদলের ঘুম ভেঙে যায়। নিলা বেরিয়ে গেলে বাদল জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে একটা লেক্সাস দাড়িয়ে আছে। নিলা কাছে যেতেই ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়। তার পিঠে হাত রেখে, খুব যতনে নিলাকে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করে। হাওয়ার বেগে গাড়ী উদাও হয়ে যায়। বাদল প্রতিদিনই এ দৃশ্য দেখে। নিলা এর কিছুই জানে না।

নিতুর কথাগুলো নিয়ে আবার ভাবতে বসে বাদল। তবে কি আমার সবই গেল! নিতু কি এসব জানে! আরও কিছু! এসব ভাবতে ভাবতে তার মাথা গুলিয়ে যায়। অসহায় ভাবে নিজকে। এখন সে কি করবে! ফিরে যাবে দেশে? কাজে যায়, মন বসাতে পারে না। অসুখের অজুহাত দেখিয়ে যখন তখন চলে আসে। কিসের টানে সে ঘরে ফিরে আসে। খালি ঘর, খা খা করছে। সে এ ঘর ওঘর পায়চারি করে। এক সময় বেরিয়ে যায়। এখানে প্রতি পাড়াতেই পার্ক থাকে। তাদের বাসার পাশেই পার্কে গিয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষনের মাঝেই উঠে পড়ে। রাত দিন তার ভেতর একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে, 'তবে কি সবই গেল!' ঠিক সময়ে কাজে যায় না। যতক্ষন কাজে থাকে ততক্ষন অজয়ের কাছ থেকে যেন পালিয়ে বেড়ায়।

-সতের-

নিলা কাজ ছাড়েনি। বার বার বলার পরও সে অটল। একদিন নিলা সোজা বলে দিল, না, কাজ ছাড়ব না। তাতে তো কারও কোন অসুবিধা হচ্ছেনা। এদেশে মেয়েরা পরগাছা হয়ে থাকে না।

তুমি বুঝতে চেষ্টা কর। আমাদের দুজনের কাজ করার প্রয়োজন আছে কি? আমার টাকা দিয়েই তো খুব ভালভাবে চলে যায়। অমির দিকে তাকিয়ে কাজটা ছেড়ে দাও।

না, কাজ ছাড়ব না। এদেশে কি শুধু একজন অমিই আছে? তার মত আর ছেলে মেয়ে নেই? ওদের মায়েরা কাজ করে না?

হা, তারা কাজ করে। বাধ্য হয়ে করতে হয় তাই করে। তোমার তো প্রয়োজন নেই।

আমার প্রয়োজন নেই কে বলল তোমাকে? পৃথিবীতে টাকা কে না চায়? টাকার পেছনে সবাই ছুটে। এমন একটা সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিতে পারব না।

তাহলে ওভার টাইম করা বন্ধ করে দাও। তাতে অমি তোমার কাছে বিকেল থেকে থাকতে পারবে। সে মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হবে না।

ওভার টাইমেই তো বেশি টাকা। দেড় গুন। এমন সুযোগ কে ছাড়ে!

বাদল হেরে যায়। স্তব্দ হয়ে বসে থাকে। ভাবে, এই কি তার সেই নিলা?

বাদল নিরুপায়। অপ্রকৃতস্থ। রাতদিন শুধু নিলার চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খায়। তার সামনে এখন মহাবিপদ মনে হয়। পরবাসী জীবনের প্রতি ঘৃণা এসে যায়। উন্নত জীবনের সন্ধানে এসে বুঝি সবই গেল! নিলার চালচলন, আচরণ সব কিছুই তার কাছে স্বপ্ন মনে হয়। সে বিশ্বাস করতে পারেনা নিজকে। সুযোগ পেলে মানুষের কত পরিবর্তন আসে! এই অল্প সময়ে নিলা কি হয়ে গেল! তার সামনে একটা পথ খোলা আছে। দেশে ফিরে যাওয়া। সে সিদ্ধান্ত নেয় দেশে ফিরে যাবে। নিলাকে বলা যাবে না। তাকে বলতে হবে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাব। একবার যেতে পারলে আর বিদেশের কথা মুখে আনব না। এখন নিলাকে রাজি করাতে পারলেই হয়।

সেদিন রাতে নিলাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খুব দরদ দিয়ে বলল, দেশে যাবার জন্য মনটা খুব কাদছে। চল না সবাই কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসি। এই ধর মাস দুয়েক থাকব। এখন তো টাকার অসুবিধা নেই। আমার টাকা তো সবই জমা আছে। ইচ্ছে হলে বেশি দিনও থাকতে পার। তোমার যতদিন ইচ্ছে থাক, আমি থাকব মাস দুয়েক।

শুনে নিলা হাসল। বলল, তুমি ইচ্ছে করলে যেতে পার। তোমার সাথে সবাই যে যাবে এমন কোন কথা নেই। তুমি বললেই তো আমি যেতে পারি না। অফিসে অনেক কাজ। আমার কাজ দেখার আর কেউ নেই।

তুমি না থাকলে কি ফ্যাক্টরি চলবে না? মানুষের হায়াত মৌত রুগ শোক সবই তো আছে। একজন মানুষ মারা গেলে কি সে কাজ বন্ধ হয়ে যায়? এটা কোন যুক্তি হল না। তুমি ছাড়া ফ্যাক্টরি চলবে না এটা কোন কথা হলনা। তুমি যখন ছিলে না তখন চলত কি করে?

তখন তো আর একজন ছিল। সে চলে যাবার পরই তো আমাকে নিয়োগ দিল।

তুমি চলে গেলেও আর এক জন নিয়োগ পাবে। তোমার কাজ চলবে। এ পৃথিবীতে কিছুই থেমে থাকে না। একজন মানুষ না থাকলে সাময়িক অনিয়ম হতে পারে, কিছুই বন্ধ হয়ে যায় না। তুমি বরং তোমার ম্যানেজারকে বল, কিছুদিন ছুটি দেবার জন্য। অবশ্যই সে ব্যবস্থা করবে।

দেখি কথা বলে। যদি ব্যবস্থা করতে পারে তখন ভেবে দেখা যাবে।

তুমি কালই আলাপ কর।

আচ্ছা. এখন ঘুমাতে দাও।_

বাদলের মাথায় এখন চব্বিশ ঘন্টা নিলার চিন্তা। কখন কি করে সে ঠিক করতে পারে না। কাজের সময় খেই হারিয়ে ফেলে, বার বার ভুল করে। সহকর্মীরা হাসে। তারা বুঝতে পারে বাদল আর আগের হাস্যোজ্জল বাদল নেই। তার কিছু একটা হয়েছে। এখন সে মানসিকভাবে বিধ্বস্থ। কখনও অসময়ে কাজ থেকে চলে আসে। ঘরে এসে নিলাকে খোজে নাকি অন্য কিছু সে বুঝতে পারে না। কোথাও স্থির থাকতে পারে না। আবার দেখা যায় কোথাও চুপ করে বসে আছে। যে ষ্টেশনে তার প্রতিদিন নামার কথা সে ষ্টেশনের কথা ভুলে যায়, ভুল করে অন্য ষ্টেশনে নেমে যায়।

সহকর্মীরা তাকে হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। অজয় বার বার জিজ্ঞেস করেছে, কি হয়েছে তার। কোন উত্তর মেলেনি। অনেক চেষ্টার পর একদিন বাদল মুখ খুলল। সব বলল।

সব শুনে অজয় জিজ্ঞেস করল, জমিলা ভাবীর সাথে তার কি খুব যোগাযোগ আছে?

হ্যা, যখন তখন জমিলার ওখানে যায়। মনে হয় সব সময় টেলিফোনে যোগাযোগ আছে।

এই জমিলার কারনে আরও দুটা ফেমিলি ভেঙ্গে গেছে। সে কাউকে ভাল পরামর্শ দেয় না। খুব ভাল মানুষ সেজে মহিলাদের উস্কানি দেয় যেন এখানকার জীবন যাপন করে। স্বাধীনতা ভোগ করে। সে নিজেও এমনি স্বাধীনতা ভোগ করে। যে হোটেলে কাজ করে সেখানে কিছু বাঙালি ছেলে আছে। তারা তার সম্মন্ধে অনেক কথা বলে। আবুলের কানেও গেছে এসব কথা। আবুল শুনে না শুনার ভান করে। এখানকার জীবনটাই এমন রে! একবার পা ফসকে গেলে আর সোজা হওয়া যায়না। শেষ চেষ্টা করে দেখ দেশে নিয়ে যেতে পারিস কিনা। এসব নিয়ে মাথা গরম করলে চলবে না। ধীর স্থিরভাবে কাজ করতে হবে। এখন কাজ করতে তোর ভাল না লাগলে চলে যা। আজ আর কাজ করতে হবে না। আমি খেয়াল করেছি বার বার তোর ভুল হচ্ছে।

এখন বাজে ছয়টা। কোথায় যাবে বাদল! ঘরে তো নিলা নেই। খালি ঘরটা এখন তার জন্য একটা প্রিজন সেল। সে সাবওয়ের দিকে রওয়ানা দিল। অভ্যেস বশত ঠিক ট্রেনেই উঠল। সাবওয়ে থেকে নেমে এসে পৌছল বাসার সামনে। সে ঘরে না গিয়ে চলে গেল নিতুর ঘরে। নিতু দরজা খুলে বাদলকে দেখে অবাক হয়ে গেল। চাচা! এই অসময়ে! বসেন! আমি আপনার জন্য চা নিয়ে আসি।

বাদল চুপচাপ বসল। নিতু পাশের ঘর থেকে অমিকে ডেকে পাঠিয়ে দিল। অমি এক দৌড়ে এসে বাদলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আর কাজে যেও না। আমার ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয়।

হ্যা, আর কিছুদিন পরই আমি তোমার সাথে সব সময় থাকব। একা থাকতে হবে না।

ঠিক? তিনবার বল, ঠিক, ঠিক, ঠিক।

বাদল তিন বার বলল।

নিতু চা নিয়ে এল। সাথে ডাল পুরী। বাদলের পছন্দের জিনিষ। নিতু পাশে বসে বাদলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বাদল খেতে খেতে বলল, তুই কিছু বলবি?

না, বলার কিছু নেই। আপনার অবস্থা দেখছি। এই কয়দিনে আপনার স্বাস্থের অনেক অবনতি হয়েছে। কোন অসুখ হয়েছে, না কি খাওয়াদাওয়া ঠিকভাবে হয় না? আপনি তো আবার হোটেলের খাবার পছন্দ করেন না। দরকার হলে আমার এখানে যখন ইচ্ছে এসে খেতে পারেন।

ঠিক আছে, ইচ্ছে হলে চলে আসব। নিতু, আমি ঠিক করেছি দেশে যাব।

তাহলে তো খুবই ভাল। আপনি দেশেই চলে যান। এদেশ আপনার জন্য নয়। আপনি দেশেই ভাল থাকবেন। চাচি যাবে তো? চাচির সাথে কথা হয়েছে?

কেন, তোর কি মনে হয় তোর চাচি যাবে না?

না, তা বলছি না। দুজনে আলাপ করে নিলেই ভাল হয়।

আজ কথা বলব, কাল টিকেট নিয়ে আসব। একটা বুকিং দিয়েছি, আগামী ২৭ তারিখের জন্য।

ঠিক এ সময় পলাশ এসে ঢুকল ঘরে। বাদলকে দেখে বলল, চাচা আপনার সাথে তো দেখাই হয় না। কেমন আছেন? শরীরের এমন অবস্থা কেন? খুব বেশি কাজ করতে হয়? তাহলে কাজ কমিয়ে দিন। অত টাকা কে খাবে?

নিতু বলল, শুনেছ, চাচা দেশে যাচ্ছে।

পলাশ বলল, কেউ দেশে যাচ্ছে শুনলেই আমার মনটা একবারে দুর্বল হয়ে যায়। আমিও চাচার সাথে একবার ঘুরে আসলে কেমন হয়?

তুমি যাবে কি করে? গেলেই তো ঘরে টাকা আসবে না, ঘর ভাড়া খাওয়া খরচ চলবে না। আমরা এখন একটা গ্যাড়া কলে আটকে গেছি। দেশে যাবার চিন্তা বাদ দাও। স্বপ্নে দেখ তাই ভাল। চাচার দরকার যাচ্ছে, যাক। তুমি যাবে কোন্ কাজে? এমনি অনেক গল্প হল। রাত নটার দিকে খেয়ে দেয়ে অমিকে নিয়ে ঘরে ফিরল বাদল।

পরের দিন ট্রেভেল এজেন্সিতে গেল বাদল। তিনটা টিকেট কিনে তারপর একটার দিকে গেল কাজে। এখন আর কাজ করতে ইচ্ছে হয় না। মন চলে গেছে দেশে। অজয়কে খবরটা দিল। বলল, টিকেট নিয়ে এসেছি। শুনে অজয় খুব খুশি হল। বাদলকে বলল, তোর যা ভাল লাগে, যাতে মনে শান্তি আসে তাই করবি। আমার মনে হয় তুই দেশেই সুখে থাকবি। যা, চলে যা। সবার জন্য সবকিছু মানায় না। বাদল কতক্ষন এদিক সেদিক ঘুরে আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলে বিকেলে বেরিয়ে গেল। একটা মলে গিয়ে বেশ কিছু কেনা কাটা করল। বিদেশ থেকে যাচ্ছে। কার জন্য কি নিতে হবে মনে মনে একটা লিষ্ট করে ফেলেছে। দু হাত ভর্তি জিনিষ নিয়ে বাদল ঘরে ফিরল। ঘরে জিনিষ রেখে নিতুর ওখানে গেল।

দরজা খুলে বাদলকে দেখে নিতুই একবারে হৈ চৈ করে বলে উঠল, এতক্ষন আপনার কথাই হচ্ছিল চাচা। আপনি বেশিদিন বাঁচবেন। হাসি আপা এসেছে। আপনাদের নামে অনেক অভিযোগ। পিঠা বানালেই আপনার কথা মনে হয়। অথচ দিতে পারে না। যোগাযোগের জন্য। আজ ভাপা পিঠা নিয়ে এসেছে। আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আসেন, চা রেডি আছে। পিঠাও।

আচ্ছালামুআলাইকুম। কেমন আছেন বাদল ভাই? হাসি জিজ্ঞেস করল।

ওয়াআলেকুম সালাম। ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ?

আমরা কেমন আছি সে খবর কে নেয়? আপনাদের সাথে তো দেখাই হয় না, যোগাযোগ হয় না। অনেক দিন ফোন করেছি, কাউকে পাই না। মনে হয় আপনারা আমাদের সবাইকে উপেক্ষা করে চলেছেন। ভাবীর সাথে মাস খানেক আগে একবার কথা হয়ছিল। তিনি যা বললেন তাতে আর ফোন করারও সুযোগ নেই। দেখা তো দূরের কথা। তিনি এত ব্যস্থ।

আসলে আমরা দুজনেই এত ব্যস্থ হয়ে পড়েছি যে ইচ্ছে থাকলেও কারও সাথে যোগযোগ করতে পারি না। এই দেখনা, একই বিল্ডিংএ থেকেও নিতুর সাথে কতদিন পর দেখা। কাজই এমন করে দিয়েছে।

হ্যা, আপনার চেহারা দেখলেই মনে হয় খুব বেশি কাজ করছেন। আপনার সেই আগের চেহারা আর নেই। মনে হয় রাতদিন খুব পরিশ্রমের কাজ করেন। কাজ কমিয়ে দিলে কেমন হয়?

একবারেই ছুটি নেবার কথা ভাবছি। দেশে যাব ঠিক করেছি। কিছুদিন ঘুরে আসি।

খুব ভাল একটা খবর দিলেন। আপনার সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আপনার শরীর মন দেশেই ভাল থাকবে। কত দিন থাকবেন স্থির করেছেন।

দেখি কতদিন ভাল লাগে। হয়ত অনেক দিন।

সেই ভাল।

নিতু চা এবং ভাপা পিঠা নিয়ে এল। বাদল চা খেতে খেতে বলল, টিকেট নিয়ে এসেছি নিতু।

কই দেখি বলে নিতু বাদলের দিকে ঝুকে পড়ল। বলল, দেশে যেতে না পারি অন্তত টিকেট তো দেখতে পারি।

বাদল পকেট থেকে টিকেটগুলো বের করে দিল। নিতু হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বলল, আমরা যে কবে দেশে যেতে পারব কে জানে! আজ তিন তারিখ। আর মাত্র চব্বিশ দিন বাকী। কি মজা! চাচির সাথে কথা হয়েছে?

কথা হয়েছে, আজ টিকেট করব সেটা জানে না। টিকেট হাতে দিয়েই বলব।

হাসি বলল, আর একটা পিঠা নিন। আমি বুঝতে পেরেছি এসব আপনার পছন্দের খাবার। দেশে গিয়ে মন ভরে খাবেন। আমাদের পিঠা অত মজা হয় না। ঢাকায় দেখেছি রাস্তার যেখানে সেখানে পিঠা বানায়। ধনী গরীব সবাই খায়। সাতাশ তারিখে চলে গেলে আমাদের বাসায় যাবেন কবে? যাবার আগে একদিন যেতেই হবে।

দেখি নিলার সাথে কথা বলে কবে যাওয় যায়। এরি মাঝে পলাশ এসে পৌছল। গল্প অনেকক্ষন চলল। রাতে খেয়েদেয়ে ঘরে ফিরল বাদল অমিকে নিয়ে।

বাদল চলে যাবার পর নিতু আর হাসি অনেকক্ষন গল্প করল। নিলাকে নিয়েই সব গল্প। নিলার অনেক কাহিনী বলল হাসি। নিতু বলল, আমি নিজেও দেখেছি সেই গাড়ীতে। এখন চাচার দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। চাচীর পেছনে কেউ আছে যে তাকে সব সময় কুবুদ্ধি দেয়। মানুষ সুযোগ পেলেই এমন বিপথে পা বাড়ায় না। চাচী ভুল করছে।

হাসি বলল, এই ভুল পথে যারাই পা বাড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত তারা ভুলের মাশুল দিয়েছে। এই দেখনা সুমিটা কি করল। চলে গেল যার সাথে সে তাকে বিয়ে করেনি। এক বছর পর দুজন দুদিকে। এখন সুমি ফিরে আসতে চায়। কিন্তু তার স্বামী তার নামটাও শুনতে চায় না। এমন অনেক কাহিনী। এর পরিণাম ভাল হয় না। বাদল ভাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশে ফিরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অন্তত পরিবারটা রক্ষা হবে।

-আঠার-

রাত সাড়ে নয়টায় নিলা ঘরে ফিরল। পিতা পুত্রকে ঘরে দেখে বলল, কি ব্যাপার দুজন এক সাথে কোথা থেকে? তোমার কি আজ ছুটি ছিল?

না, ছুটি ছিল না। কাজে মন বসেনি, তাই চলে এসেছি। আসার পথে টিকেট নিয়ে এসেছি। এই নাও টিকেট। আগামী সাতাশ তারিখ কনফর্ম। এর মাঝে সব গুছিয়ে নাও।

এত তাড়াতাড়ি টিকেট করে ফেলেছ!

তাড়াতাড়ি কোথায়? পরের মাসে আবার টিকেটের দাম বেড়ে যাবে। তখন তিনটা টিকেটে প্রায় ছয় শ ডলার বেশি লাগবে। তাই নিয়ে এলাম। তোমার ছুটির ব্যাপারে কথা বলেছ তো?

বলেছি।

ছুটির কথা কি বলল?

বলেছে, দেখি কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়। ষ্টাফের ভেতর থেকে কাকে নিয়ে কাজ শিখাতে পারবে তা দেখছে। ব্যবস্থা করে জানাবে।

তাহলে তো হয়েই গেল। ব্যবস্থা একটা হয়ে যায়। এদিকে তুমি প্রস্তুতি নিয়ে নাও। কি কি কেনাকাটা আছে শেষ করে ফেল। চল আগামীকাল বিকেলে মলে যাই। তোমার যা যা লাগে কিনা শুরু করি। আমি যখন ইচ্ছে ছুটি নিতে পারব। তোমার যেভাবে সুবিধা সেভাবেই ছুটি নিব।

কাল তো যাওয়া যাবে না। আগে কথা বলে নিতে হবে।

ঠিক আছে, তুমি কথা বলে নাও। তারপর প্রগ্রাম করা যাবে। তারপর বলল, আজ হাসির সাথে দেখা। নিতুর বাসায়। ওদের বাসায় একদিন যাবার জন্য বলল। আমি বলেছি তোমার সাথে কথা বলে জানাব। তোমার কোন্ দিন সময় হবে সেভাবে ওকে বলে দিও।

এখন বেড়াবার সময় নেই আমার। পরে দেখা যাবে।

কিন্তু আমি যে বলেছি যাব।

তাহলে তুমি যাও, আমার সময় হবেনা।

এটা কেমন হয়? আমি একা গেলে কি ভাল দেখায়?

সেটা তুমি বুঝ। গেলে অসুবিধা কি? তোমার জন্য তো হাসির ঘুম হয় না। যখন তখন তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসে। যেন আমি তোমাকে কিছুই খেতে দেইনা। কথার কি ঢং!

এসব কি বলছ তুমি! আমি তো হাসির মাঝে এমন কিছুই দেখতে পাই না! সে ত কোন ঢং করে কথা বলে না! এটা তোমার মনের ভুল।

তোমার তো চোখ নেই। থাকলে অনেক কিছুই দেখতে।

যাক, এসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার ইচ্ছে না হলে যেও না।

যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। বাদলের কেনা কাটা চলছে। নিলার এখনও সময় হয়নি বাজারে যাবার। কয়েকদিন জিজ্ঞেস করেছে বাদল। তোমার কেনকাটার কি হল? এখনও যে বাজারে যাচ্ছ না। নিলা বলেছে, এই তো যে কোন দিন যাব। কেনা কাটা তেমন কিছু নেই। তোমার কেনকাটা শেষ করে ফেল।

তোমার ছুটির কি হল? এখও কি ফাইনাল কিছু হয়নি? ম্যানেজার কি বলে?

এখনও ফাইনাল কিছু হয়নি। বোধ হয় ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।

গুড! তোমার সময় না হলে আমাকে বল কি কি কিনতে হবে। আমি বরং কিনে নিয়ে আসি।

এখনও ঠিক করিনি কি কি কিনতে হবে। ঠিক করে তোমাকে বলব। আমার কেনাকাটা তেমন কিছু নেই।

সময় কিন্তু আর বেশি নেই। তাড়াতাড়ি কর।

-উনিশ-

বাদল এখন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। খুশিতে। সে কাজে যায়। যতক্ষন কাজে থাকে ততক্ষন আনন্দে যেন নাচতে থাকে। নেচে নেচে কাজ করে। হঠাৎ বাদলের এ পরিবর্তন তার সহকর্মিরা খেয়াল করেছে। সবাইকে সে বলেছে দেশে যাচ্ছে। তাই এত খুশি। এখন আর কাজে ভুল হয় না। অজয় তার কাধে হাত রেখে বলল, বন্ধু তুই সুখি হ, এই কামনা করি। হঠাৎ তোর চেহারা বদলে গেছে, তোর সব কিছু বদলে গেছে। তুই আনন্দে ভাসছিস। তোর আনন্দে আমিও ভাসছি। দেশে যা, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি আমাদের সুপারভাইজরকে বলে রেখেছি, তোর যখন ইচ্ছে আসবি, যখন ইচ্ছে যাবি। কোন অসুবিধা হবেনা। কেনাকাটা বাকি থাকলে যখন ইচ্ছে ছুটি নে। বাদল তার সুবিধামত যখন তখন ছুটি নেয়।

আর মাত্র দুদিন বাকি। আজ হোটেলের সবাইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিকেলেই বেরিয়ে গেল বাদল। কিছু জিনিষ কিনে ঘরে ফিরল। এ পর্যন্ত যা কিছু কেনা হয়েছে সব রেখেছে ডাইনিং টেবিলের পাশে, নীচে আর কিছু টেবিলের উপর। আজও রাখল টেবিলের নীচে। এখন হাতে সময় আছে। বাধাছাদা সব শেষ করতে হবে। কয়টা সুটকেইস হবে তা সব জিনিষ প্যাকিং শেষ হলে বুঝা যাবে। লাগেজ করার অসুবিধে হবেনা। বাংলাদেশে থেকে আসার সময় ছয়টা সুটকেইস ছিল। সেই ছয়টা এখন লাগবে না। এত জিনিষ নেই। চারটা লাগেজই যথেষ্ট। সে ওয়ারড্রবের ভেতর রাখা পুরনো সুটকেইস বের করতে গেল। একি! ওয়ারড্রব যে খালি! মাত্র দুটা কাপড়! নিলার এতসব দামি পোষাক গেল কোথায়! নিশ্চয়ই নিলা এসব প্যাক করে ফেলেছে। সে নিলার ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকাল। সব খালি। তাহলে ও কোন সুটকেইসটা ভরল! সে সব কটা সুটকেইস বের করল। দুটা ছিল বেডরুমে। সব এক সাথে করে একটা একটা করে খুলল। সব খালি। অন্য তোন লাগেজের খোজে সব ঘর তন্ন তন্ন করে দেখল। এত সব প্রসাধনী গেল কোথায়! তার সমস্ত টেবিল ভর্তি ছিল অনেক দামী প্রসাধনীতে! কোথায়

রাখল এসব! প্রতিটি ড্রয়ার একটা একটা করে দেখল। না, নেই। বাদল কোনদিন নিলার নিজস্ব এলাকায় হাত দেয় না। কোনদিন উকি দিয়েও দেখেনি কোথায় কি রাখে। ড্রেসিং টেবিলের সব কটা ড্রয়ার খালি। কয়েকটা চিঠি কাগজপত্র পরেড় আছে। আর আছে টিকেটগুলো। লাগেজ করে থাকলে রাখল কোথায়! সুকেইস তো ছয়টা এখানে আছেই। আবার একটা একটা করে গুনে দেখল। বেশিও নেই, কমও নেই। সবকটাই তো ঘরে আছে! তাহলে সে লাগেজ করল কিসে! নতুন সুটকেইস কিনল কখন! কিনলে রাখল কোথায়! বাদলের মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। আর ভাবতে পারেনা। সব কটা সুটকেইস আবার একটা একটা করে খুলে দেখল। সে ভুল করেনি। সবগুলো খালি। কি হতে পারে এতসব জিনিষ! কোথায় রাখতে পারে! মনের অজান্তে সে বসে পড়ে একটা চেয়ারে। ব্যাপারটা কি হতে পারে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এই ধাধার কোন উত্তর সে খুজে পায় না। নিতুর কথা মনে আসে তার। আশার আলো দেখতে পায় সে। তার কাছে মনে হয় নিতুই যেন সব কিছুর সমাধা করে দিতে পারবে। সাথে সাথে নিতুকে ফোন করে। হ্যালো নিতু?

জ্বি চাচা, আপনি ঘরে। তাহলে চলে আসুন চা রেডি।

ঠিক আছে, আসছি।

কিছুক্ষনের মাঝে বাদল উপস্থিত হয় নিতুর ঘরে। চা প্রস্তুতই ছিল, পলাশ আর নিতু বলল, আমরা ভাবছিলাম আপনি এ সময় ঘরে থাকবেন কিনা। আপনাদের যাবার দিন তো এসে গেল। আর মাত্র দুদিন। আমার জন্য কিন্তু আধা সুটকেইসের জায়গা রাখতে হবে। আমার প্রায় সবই কেনা হয়ে গেছে। কখন পৌছে দিব বলবেন। লাগেজ কবে সুরু করবেন?

বাদল চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সেজন্যই তো তোমার কাছে ফোন করলাম। লাগেজের ব্যাপারে আমি একটা ধাধায় পড়ে গেছি। দেখি আমার মা এই ধাধার সমাধা করতে পারে কিনা।

কি ধাধা চাচা?

ধাধা হলঃ আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে আসি তখন ছয়টা সুটকেইস ছিল। এর মাঝে আর কোন সুটকেইস বা লাগেজ কেনা হয়নি। ঘরে কয়েকবার গুনে দেখলাম সেই আগের ছয়টা আছে। কিন্তু ঘরে তোমার চাচীর কাপড়চোপড় প্রসাদনী কিছুই নেই। ঘরের আনাচে কানাচে সব জায়গায় খুজেছি। কোথায়ও নেই। কোন ব্যাগও নেই। তাহলে এতসব জিনিষ গেল কোথায়?

নিতু একবার পলাশের দিকে তাকাল। বলল, কি বলেন! আছে কোথাও নিশ্চয়ই। ভাল করে খুজে দেখুন।

আমি তো সব দেখলাম। কোথায়ও নেই।

তাহলে চাচী আসুক, জিজ্ঞেস করুন। আপনার চেহারা দেখে মনে হয় খুব টেনশনে আছেন। মাথা ঠিক রাখুন। চাচী হয়ত সব প্যাক করে ফেলেছে। দুশ্চিন্তার কোন কারন নেই।

পলাশ জিজ্ঞেস করল, আপনি কখন দেখলেন এসব জিনিষ নেই?

এই তো কিছুক্ষন আগে। আমি তো এসব কোনদিনই দেখতে যাইনা। আজ ঘরে এসে লাগেজ করব ভেবে সুটকেইস বের করতে গিয়ে দেখলাম। সব খালি।

চাচী ঘরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। চিন্তা করে লাভ নেই। এখন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। চাচী আসলেই সব ধাধার সমাধা হয়ে যাবে।

বাদল অমিকে নিয়ে ঘরে এল।

অমি খুব আনন্দে আছে। আর হোম ওয়ার্ক করতে হবে না। এখন থেকে ছুটি। শুধুই খেলা। সে তার সক কটা খেলনা নিয়ে খেলতে বসে গেল।

বাদল শুধু পায়চারি করছে। এ ঘর থেকে সে ঘরে। মাথায় কত সব অদ্ভুদ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে যেন কি এক অশণি সংকেতের আশংকা করছে। নিতু পলাশ শান্তনা বাক্য শুনিয়েছে। কিন্তু তার মনের খুতখুতি শেষ হয়নি। কি হতে পারে, কি হতে পারে এই চিন্তায় সে বিভোর হয়ে যায়। বড় ধরনের একটা অঘটনের আশঙ্কা তাকে ঘিরে রাখে। সে আর কোন কিছু ভাবতে পারে না। তার মনে হয় তার শরীর অবশ হয়ে আসছে, এই বুঝি সে পড়ে যাবে। কখনও সে উত্তেজিত হয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। আবার নিজকে শান্ত করার চেষ্টা করে। এক দন্ড সে বসতে পারে না। অমি তাকে কয়েকবার ডেকে ডেকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না। সময় শেষ হয়না। সে পাগলের মত অপেক্ষা করতে থাকে, কখন নিলা আসবে। তাকে জিজ্ঞেস করবে এসব জিনিষ গেল কোথায়! ঘরের মাঝেই খুর দ্রুত গতিতে সে পায়চারী করতে থাকে আর পাগলের মত বির বির করতে থাকে গেল কোথায়! গেল কোথায়! গেল কোথায়!..

এক সময় তার মাথা গুলিয়ে যায়। নিতুর ঘরে চা বিস্কুট খেয়েছিল। তা যেন এখন বিষ হয়ে বেরিয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে যায়। হর হর করে বমি করে। কোন রকমে বেসিন ধরে দাঁড়িয়ে নিজকে সামলায়। মাথা ঘুরছে। বেসিন ছেড়ে দিলেই সে পড়ে যাবে। নিথর কতক্ষন দাঁড়িয়ে শুনতে পায় দরজা খোলার শব্দ। নিলা এসেছে!

নিলা সোজা ওয়ারড্রবের কাছে গেল। কাপড় বদল করে একবার বেডরুমে উকি দিয়ে দেখল অমি ঘুমাচ্ছে। সে চলে গেল রান্না ঘরে। কিছু খাবার তৈরি করবে হয়ত। বাদল বাথরুম থেকে বের হয়েই রান্না ঘরে গেল। জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তোমার জিনিষ প্যাক করে ফেলেছ? তোমার এতসব প্রসাধনী, কাপড়চোপরই কিছুই দেখছি না! সব যে খালি! কোথায় রেখেছ এসব?

হ্যা, তোমাকে বলা হয়নি। আমি তো বাসা নিয়েছি। অফিসের খুব কাছাকাছি কম ভাড়ায় একটা এপার্টমেন্ট পেয়েছি। দুএকদিনের মধ্যেই অমিকে নিয়ে চলে যাব। তুমি তো দেশেই যাচ্ছ। অমি আর আমি যাব না। তুমি যাও, ভাল না লাগলে আবার ফিরে এসো।

কি! তুমি বাসা নিয়েছ, আমাকে একবার বলাও প্রয়োজন মনে করনি? বল কি তুমি! তুমি তাহলে দেশে যাচ্ছনা? তলে তলে তুমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছ, অথচ আমি কিছুই জানি না!

গতকালই বাসা ঠিক হয়েছে। তোমাকে বলা হয়নি কারন কাল তোমার সাথে আমার কথা হয়নি। আজই বলতাম।

বাদলের মনে হল হঠাৎ তার মাথায় আগুন ধরে গেছে। সে যা আশঙ্কা করেছিল তাই! তাহলে নিলা সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে! এখনই সবকিছুর অবসান হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়! নিলা স্বাধীন জীবন যাপন করবে! এখন আর বাদলের প্রয়োজন নেই! মাথার আগুনটা যেন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কি করবে সে! চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, জিনিষপত্র সরালে কখন?

আজই দুপুরে এসে কিছু নিয়ে গিয়েছি।

তুমি একা তো এতসব জিনিষ নিতে পারনি। সাথে কে ছিল? কার গাড়ীতে নিলে?

আমাদের ম্যানেজার সাহায্য করেছে। তার গাড়িতেই নিয়েছি।

তাহলে ম্যানেজারই তোমার সব কিছু! আমাকে বলাও প্রয়োজন মনে করনি! তোমার এত বড় সাহস! তুমি পেয়েছ কি! কিছুই বলিনি বলে মনে করেছ আমি কিছুই জানি না! ম্যানেজারের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? দেশে যাবে না কেন? যেতে হবে! তোমাকে আমি না নিয়ে যাব না!

দেখ চিৎকার করবে না। এটা বাঙলাদেশ নয় যে তুমি আমার মনের বিরুদ্ধে জোড় করে কিছু করাবে। আমার ইচ্ছে আমি যাব না। অমি আমার সাথেই থাকবে। সেও যাবে না।

আকাশ বাতাস কাপিয়ে বাদল চিৎকার করে বলল, তোমাকে যেতেই হবে। তোমার পরকীয়ার সবকিছু আমি জানি। তোমাকে এমনিতে আমি ছেড়ে দেব না!

কি করবে তুমি? তুমি ভুলে যাও কেন এটা কানাডা! তোমার যা ইচ্ছে তা করতে পার না!

করলে কি করবে?

কি করব দেখতে চাও? তাহলে দেখ কি করি বলে নিলা টেলিফোনের দিকে চলল। বাদল এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল রান্নাঘরের কোথায় কি আছে। বেসিনের পাশে বাসনকোসন, ছুড়ি, চামচ ইত্যাদি সাজানো আছে যেমন সব সময় থাকে। তার পাশে রুটি বানানোর বেলুন রুটির তাওয়ার উপর পড়ে আছে। এ বেলুন খুব শক্ত কাঠের তৈরি, বেশ মোটা। ঝট করে সে বেলুনটা হাতে নিল। পেছন থেকে নিলাকে টান দিয়ে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মনের জমা সব আক্রোশে নিলার মাথায় আঘাত করল। মাথার ঠিক মাঝখানে। সাথে সাথে ফিনকী দিয়ে রক্ত উড়ে ঘরের সিলিংএ চলে গেল একটা ধারা। সমস্ত সিলিং যেন লাল কালি দিয়ে খুনির ছবি আঁকা হল! আর একটা ধারা নিলার মাথার মগজের কিছু অংশের সাথে মিশে বাদলের চোখে মুখে এসে তার চোখ বন্ধ করে দিল! রক্তের এত শক্তি! বাদলের মনে হল নিলা বুঝি তাকে আক্রমন করছে। বাদলের তখন হিতাহিত জ্ঞান নেই! সে তখন ভাবতে পারেনি যে এই অসহায় নারীকুল শুধু মুখেই যুদ্ধ করে জিতে যায়। তারা শারীরিকভাবে খুব কমই আঘাত হানতে পারে। হাত দিয়ে চোখেমুখের মগজ মিশানো রক্ত মুছে বাদল দেখল নিলার দেহটা মেঝেতে পড়ে কাতড়াচ্ছে! ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! তার রাগ তখনও শেষ হয়নি। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য সে বেলুন দিয়ে নিলার মাথায় আরও কয়েকবার আঘাত করল। যখন দেখল দেহটা একবারে নিথর হয়ে গেছে এবং মৃত্যু নিশ্চিত হল, তখন সে তার হাতের বেলুনটা ফেলে দিয়ে রক্তের উপরই বসে পড়ল এবং হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

হিংস্র বাঘ যেমন হরিণ শাবককে হত্যার পর সামনে রেখে তাকিয়ে দেখে, তেমনি বাদল নিলার দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে। বাদলের ভালবাসার ধন, তার প্রানের নিলা, যার কোন আবদারই সে অপূর্ন রাখেনি, যার সাথে কোনদিন জোড়ে কথা বলেনি, যার এতটুকু দু:খে বাদল কাতর হয়ে পড়ত, তার মৃত্যু নিজেই নিশ্চিত করে অনেকটা শান্ত হল।

অনেকক্ষন কেটে গেল বাদলের কান্না থামেনি। বিড় বিড় করে মুখে কি উচ্চারন করছে আর কাঁদছে। কাঁদলে নাকি মানুষের রাগ ব্যাথা দু:খ প্রশমিত হয়।

এক সময় শান্ত ছেলের মত বাদল টেলিফোনটা হাতে নিল। প্রথমেই ফোন করল নিতুকে। নিতু! আমি তোর চাচিকে খুন করেছি!

কি বলছেন চাচা! একটা চিৎকার দিয়ে নিতু ফোন রেখে দিল।

তারপর বাদল ফোন করল পুলিশকে। ৯১১ কল করে শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। এই আমার ঠিকানা। তারপর পুলিশের অপেক্ষায় বসে রইল।

পলাশকে নিয়ে নিতু প্রস্তত হয়ে নীচে নেমে এসে দেখে পুলিশ এসে পৌছে গেছে। এখানে পুলিশ কল করলে দশ মিনিটে এসে পৌছে যায়। পুলিশ রান্না ঘর সিল করে রেখেছে যেখানে নিলার লাশ পড়ে আছে। নিতু ঘরে ঢুকেই অমিকে কাছে টেনে নিল। পুলিশ আসার পরই অমির ঘুম ভেঙেছে। সে পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে বার বার বাদলকে জিজ্ঞেস করল, বাবা পুলিশ কেন এল। বাদল উত্তর দেয়নি, তাকে কাছেও টেনে নেয়নি। অমি অভিমান করে দরজার পাশে দাড়িয়ে সব দেখছিল। সে বুঝতে পারেনি তার মা এখন লাশ হয়ে রান্নাঘরে পড়ে আছে। নিতুকে দেখেই আকড়ে ধরে অমি কেঁদে ফেলল। নিতুরা লাশ দেখতে যাচ্ছিল। পুলিশ দেয়নি। এখন পুলিশের সব দায়ীত্ব। তখন নিতু ভাবল অমিকে এখানে রাখার আর ঠিক হবে না। তাই সে অমিকে বলল, চল, আমাদের বাসায় যাই। জয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। যখন সে অমিকে নিয়ে রওয়ানা দিল তখন পুলিশ বাধা দিল। এই শিশুও এখন তাদের দায়ীত্বে

কারন বাদল পুলিশকে বলেছে এখানে তার রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই। নিতু বন্ধুর মেয়ে। তার কাছে অমি থাকতে পারে না। পুলিশ অমির ব্যবস্থা করবে। তারা ফষ্টার চিল্ডরেন অর্গানাইজেশনকে কল করে দিয়েছে। এতিম অসহায় বাচ্চাদের সমস্ত দায়ীত্ব নেয় তারা। কিছক্ষনের মাঝেই এসে যাবে। তার মধ্যে এম্বুলেন্স এসে গেছে। পুলিশের তদারকিতে এম্বুলেন্স নিয়ে গেল নিলার লাশ।

এখন পুলিশের দায়ীত্ব বাদলকে নিয়ে যাবার আগে অমির ব্যবস্থা করা। কিছুক্ষন পরই এল সরকারি সংস্থা ফষ্টার চিল্ডরেন অর্গানাইজেশন। অমিকে তাদের হেফাজতে দিয়ে বাদলকে নিয়ে গেল পুলিশ।

সে রাতেই নিতু তার বাবাকে খবরটা দিল। শুনে তার বাবা আকাশ থেকে পড়ল। বাদলের মত মানুষ এ কাজ করতে পারল! কোন্ অবস্থায় সে এমন কাজ করল!

যেহেতু নিলার আপনজন কেউ এখানে নেই তাই পুলিশ বাদী হয়ে মামলা হল। বাঙালি কমিউনিটিতে ছড়িয়ে গেল খবরটা। যারা বাদলকে চিনে তাদের সবাই বলছে বাদল এ কাজ করতে পারেনা। বাদলের মত ভাল ছেলে হয়না। এ অসম্ভব! খবর শুনে নিলার বাবা ছুটে এল। তাদের সকলের একই কথা। বাদল এমন কাজ করতে পারে না। নিলার বাবা মামলা করতে নারাজ। তিনি সোজা বলে দিলেন, বাদলের মত ছেলের বিরুদ্ধে আমি মামলা করতে পারব না। আমার মেয়েকে সে খুন করতে পারেনা। অন্য কোন কিছু হয়েছে। আমার মেয়ে তো আর ফিরে পাবনা, শুধু শুধু মামলা করে লাভ কি! অমিকে নিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিরে গেল দেশে। শুধু পুলিশ বাদি। বাদলের আত্মস্বীকৃতির বলেই মামলা চলল। অনেক দিন।

প্রায় দু'বছর চলল মামলা। বাদলের জন্য সরকার উকিল নিয়োগ করেছে। উকিলের উকালতি বুদ্বি! যুক্তিতর্কের পর মহামান্য আদালত বাদলকে দ্বিতীয় শ্রেনীর খুনি বলে সাব্যস্ত করল। তার শাস্তি বিশ বছর জেল।

-একুশ-

এখানে এই পরবাসে বাদলের আপনজন বলতে কেউ নেই। এখানকার জেলের অবস্থা বাংলাদেশের মত নয়। একজন মানুষকে বেচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন সবই দেয়া হয়। জেলে বসেও ভাল কাজ করা যায়। কেউ লেখাপড়া করে, লেখা পড়া শিখায়। যাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য জেল হয়েছে তারা এমন একটা অবলম্বন বেছে নেয়। কিন্তু বাদল কিছুই করে না। সারাদিন বসে ঘুমিয়ে সময় কাটায়। নিজে নিজে বির বির করে কি সব বলে যায়। এখানকার সাথিরা ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন ধর্মী। কারও সাথে তার বন্ধুত্ব হয়ে উঠেনি।

নিতুর দায়ীত্ব কমেছে। এখন আর বেবি সিট করতে হয় না। অমি এখন ফষ্টার হোমে থাকে। অনেক দেশের অনেক ছেলেমেয়ের সাথে। অমির মত এমনি যারা এতিম বা যাদের মাতাপিতা সন্তান মানুষ করতে অযোগ্য। জয়ের কথা এখন আর তার খুব মনে পড়েনা। নিতুর আর দুটা দায়ীত্ব বেড়েছে। সপ্তাহে একদিন বাদলকে দেখতে যাওয়া, আর একদিন জয়কে নিয়ে অমিকে দেখতে যাওয়া। জয়কে নিয়ে অমিকে দেখতে যায়। অমি এখন তের বছরের। কৈশোর প্রায় শেষ। এখন সে অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছে। তার বাবা তার মায়ের হত্যাকারি এটা সে ভাল করে জেনেছে। কারন অনুসন্ধান করার মানসিকতা তার এখনও হয়নি। নিলা আর জয় যখন তার সাথে দেখা করতে যায় সে খুব ব্যস্ততা দেখায়। জয়ের সাথে সে আর আগের মত কথা বলে না। যেন জয়ের সাথে তার খুব একটা পরিচয় নেই এমনি ভাব দেখায় । দুচারটা কথা বলে ছুটে চলে যায়, মিশে যায় অন্য ছেলে মেয়েদের সাথে।

নিতু বাদলকে দেখতে যায়। কয়েদির সাথে দেখা করার নির্দিষ্ট সময় আছে। সেভাবেই নিতু প্রায় প্রতি সপ্তাহেই যায়। এদেশে জেলে বাইরের খাবার দেয়া যায় না। তাই খালি হাতেই যেতে হয়। কখনও পলাশকে নিয়ে, কখনও একা। বাদল শুধু চেয়ে থাকে, নিতু কত কিছু বলে যায়, বাদল কোন উত্তর দেয় না। প্রথম প্রথম তার চোখে জল দেখা যেত। এখন আর তা দেখা যায় না। হয়ত বা যে জীবনের বাস্ত বতার সাথে নিজকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। নিলা যতক্ষন সময় পায় ততক্ষন দাড়িয়ে দাড়িয়ে তার চাচাকে দেখে। যে চাচাকে নিয়ে তার ছিল অনেক গর্ব, সে আজ অন্য মানুষ। মনে হয় নিতুকে চিনে না। তারপরও নিতু যায়, প্রতি সপ্তাহে। যতক্ষন থাকা যায় ততক্ষন থাকে, আর ততক্ষন নিতুর চোখ থাকে ভিজা।

হাসি যায়। মাসে দুএকদিন। যতক্ষন থাকা যায় ততক্ষন থাকে। হাসি অপলক চেয়ে থাকে বাদলের দিকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। মাঝখানে শক্ত তারের বেড়া। কখনও বাদলের চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ে। বেড়ার ওপার থেকে বাদলের অশ্রু মুছে দিতে পাও না। হাসি নীরবে নিজের অশ্রু মুছে নেয়।

একদিন পলাশ আর জয়কে নিয়ে অমিকে দেখতে গেল নিতু। অনেক খোজাখুজির পর তাকে পাওয়া গেল। খুব ব্যস্ত। জয়কে দেখে শুধু হাই বলে বলল, আই এম ভেরি ভিজি। আমি খুবই ব্যস্থ্। সি ইউ এনাদার টাইম। আর একদিন তোমার সাথে কথা হবে বলে চলে গেল। হারিয়ে গেল ভিবিন্ন দেশের অনেক ছেলে মেয়ের মাঝে। ওরা শুধু তাকিয়ে রইল।

ফিরার পথে নিতু পলাশকে জিজ্ঞেস করল, পলাশ, অমিকে দেখে মনে হল সে আর বাংলাদেশি নয়। তার চেহারা, গায়ের রং, কথাবার্তা সব বদলে গেছে। দেখলে বুঝাই যায়না সে বাংগালি। সে কি কাকার কথা, বাংলাদেশের কথা, তার মায়ের কথা মনে রাখবে?

পলাশ বলল, না রাখলে অবাক হবার কিছু নেই। সে বড় হচ্ছে কানাডার ছেলেমেয়ের সাথে, কানাডার মাটিতে। এখন এটা তার দেশ। বাংলাদেশের কথা তার মনে নাও থাকতে পারে। থাকলেও সেটা হবে তার পিতামাতার দেশ। তার নিজের নয়। সেখানে সে হবে বিদেশি। মনে কর সে অগনিত কানাডিয়ানদের মাঝে হারিয় গেছে। পরবর্তী জেনারেশন অনেকেই এমনি হারিয়ে যাবে।

সমাপ্ত